নীহারিকা।

"বনলতা" রচয়িত্রী কর্ত্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা ১৫ নম্বর কলেজ স্কোয়ারে
এস্ কে্ লাহিড়ী কোং দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
১৯৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী মেসিন প্রেসে,
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯০।

উৎসর্গ-পত্র।

নক্ষত্র স্বর্গীয় পুষ্প করিয়া যতন
পূজিতে আরাধ্যপদ করেছি চয়ন,
প্রাণের ভকতি মম
সুরভি চন্দন সম
মাথাইয়া তায়, মাতঃ! চরণ তোমার,
পূজিতেছি ভক্তিভরে, স্নেহে তনয়ার
লও এই পূজা আজি,
নক্ষত্র কুসুম রাজি
তব আশীর্ব্বাদে চির সৌরভ বিতরি
রহিবে ফুটিয়া চিত্ত উজলিত করি।

শুদ্ধিপত্র।

পত্রাঙ্ক	পংক্তিসংখ্যা	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৬	১৭	বারি	করি
২২	২	সম	মম
ঐ	২০	দেখিবা	দেখিব না
২৬	৬	বিহগী	বিহগী
৩৪	৯	অশররী	অশরীরী
৪২	১৯	ভুলিব	ভুলিব
৫২	১৪	সম	মম
৫৪	২	মন	মম
৬৫	১৯	তরবারি	তব বারি
১০৬	১১	আসার	আমার
১২৪	১৫	Nore	Nor
১৩৬	১২	বালে	কোলে
১৪০	৯	কাল	বালা
১৪২	৩	শোভার	শোভায়

সূচীপত্র

বসন্তপঞ্চমী	১
স্নেহোপহার	৯
সেই চন্দ্রালোকে	১৮
গাওরে আবার	২৩
জীবন্ত কাব্য	২৯
স্মৃতিরেখা	৩৬
মোহ স্বপ্ন	৪২
হে চন্দ্র	৪৭
প্রিয়ফুল	৪৮
উপহার	৫১
প্রকৃতিপ্রণয়ী	৫২
সব বর্ত্তমান	৫৩
জাহ্নবী সৈকতে	৬৩
সাধ পূরিল না	৭৩
সাধের নলিনী	৭৮
উদাসীন	১০৪
প্রিয়নিদর্শন	১০৫
আর্য্যনারী	১০৯
গেল একটী বৎসর	১১৭
অভাগিনী	১২৪
জীবনকাহিনী	১৪১

"বনলতা" পাঠ করিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

"জন্মভূমি" কবিতার সৌন্দর্য্য এক আধটী পংক্তিতে নহে, সমস্ত কবিতাতে। "কোকিলের প্রতি," অতি সুন্দর অনুবাদ। "হাঁস" এই কবিতাটী বড় সুন্দর। "সুখমৃত্যু" এমন অবিকল, অথচ সুন্দর অনুবাদ ক্বচিৎ দেখা যায়। "আমার কল্পনা" খুব ভাল পড়িয়া মোহিত হইলাম। "কি সুখ আমার" পড়িয়া চক্ষে জল আসিল, আপনার অনেক কবিতা পড়িয়া চক্ষে জল আইসে। 'সরলা" (অনুবাদ) আপনার অনুবাদগুলি অতি সুন্দর হয়। "বিশুষ্ক কমল" এই সব বিষাদতায় পরিপ্লুত কবিতা আমার বড় ভাল লাগে, মনকে নিতান্ত অস্থির করিয়া ফেলে। "বীরনারী" চমৎকার, রণবাদ্যের ন্যায় হৃদয়কে নাচাইয়া তুলিল।

"একটী প্রার্থনা," অতি উত্তম, অতি উত্তম। আপনি বঙ্গ রমণীকুলের একটী প্রধান রত্ন।

(শ্রীরাজনারায়ণ বসু)

১৪ই আগষ্ট, ১৮৮৩ সাল।

বনলতা সম্বন্ধে সম্পাদকের মত।

NOVEMBER 5, 1883.

Banalata published by Jogesh Chunder Banerjea, 55, College Street. This is a collection of little poetical pieces, singularly well-written. The style is simple, and natural, and the sentiments are genuiely poetic. There is no straining after effect; on the contrary every Piece seems to show poetic gifts of no mean order. (3) Indian Nation.

বনলতা। * (আর্য্যদর্শন)

অবগুণ্ঠনবতী নবোঢ়া কামিনী দর্শনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সম্মুখে যেমন মুখচন্দ্রমা একবার দেখাইয়া, আবার তখনই অবগুণ্ঠন মেঘে আবৃত করিয়া

* শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ক্যানিং লাইব্রেরীতে প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

ফেলেন, সেইরূপ কবি হৃদয় কবাট খুলিয়া পাঠককে আপনার হৃদয় ভাণ্ডারের সুখ দুঃখ দেখাইতে গিয়া আভাসমাত্র দিয়াই অমনি লজ্জায় তৎক্ষণাৎ উৎঘাটিত কপাট রুদ্ধ করিয়া ফেলেন। এই আভাসমাত্রে কামিনীর সৌন্দর্য্য ও কবির কাব্য লোকের মনে প্রবল ঔৎসুক্য উৎপাদন করে, এবং দর্শকদিগের নিকট অতি রমণীয় বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন যুবতীর নিবাবরণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া সাধুজনের দৃষ্টি তাহা হইতে প্রতিহত হয়, সেইরূপ কবির উৎঘাটিত-কপাট হৃদয় দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির দৃষ্টি তাহা হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হয়। সেই কবিই উৎকৃষ্ট কবি, যিনি একটী মনোহর সুরের অবতারণা দ্বারা এক সময়েই বিভিন্ন ব্যক্তির অন্তরে এক বিষয়ে বিভিন্ন গীতির অবতারণা করিতে পারেন। সেই কবিই উৎকৃষ্ট কবি, যিনি যাহা বলিবার সমস্ত না বলিয়া, দুই একটী কথায় বা দুই একটী ভাবাবতারণা দ্বারা, পাঠকের হৃদয়ের অন্তর্নিগূঢ় ভাবরাশি টানিয়া বাহির করেন। সবল উচ্চদরের কবিতাই ভাব উদ্দীপক। এই গুণ আছে বলিয়াই সেক্সপিয়ার মিলটন, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি কবির উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের কাব্য পড়িয়া হৃদয়ে প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস উপস্থিত হয়। একটী ভাবের তড়িৎ সঙ্ক্রামণে হৃদয়ে অনুরূপ অসংখ্য ভাবের আবির্ভাব হয়। সেই তাড়িত উত্তাপে গলিত হইয়া হৃদয় যেন অসংখ্য ধারায় প্রবাহিত হয়। নিম্নদরের কাব্য ভাবব্যঞ্জক বা ভাবপ্রকাশক মাত্র। যাহা বলিবার, কবি সমস্তই বলিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় নিরাবরণ। সংস্কৃত ভট্টিকাব্য ও বাঙ্গালা অধিকাংশ কাব্যই এই শ্রেণীর। এই সকল কবি ছন্দোময়ী রচনামাত্রকেই কবিতা বলিয়া মনে করেন।

বনলতা রচয়িত্রীর কবিতার স্থানে স্থানে পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর কবির কিঞ্চিৎ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইল। সেই আভাসমাত্র দেখিয়া যদিও এখন আমরা তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর কবির উচ্চ আসন প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি, তথাপি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, যদি এই কবিত্বশক্তি সামাজিক নির্য্যাতনে সমূলে বিদলিত না হয়, তাহা হইলে কালে ইহা বিকসিত হইয়া রমণীয় কুসুমে পরিণত হইবে।

BANALATA.

A Collection of Poems—Published by Jogesh Chandra Banerjee, Canning Library, Calcutta 1880.

We owe an apology to the writer of this beautiful collection of poems for not having been able to review it earlier.

The volume before us is remarkable in many respects. Its author is a young Hindu lady, and a daughter of a Zemindar of the district of Pubna, now residing in Krishnagar. It contains several poetical pieces on a variety of Subjects, but its value is considerably enhanced by the publication of a translation of couple of poems of Wordsworth and Byron.

We have carefully perused this book and are glad to be able to say that the young authoress has not only shown that she possesses a remarkable knowledge of the Bengalee language, but that she is also familiar with the works of the great English Poets. Almost every piece which this book contains, is replete with sweetness, charming imageries,elegance of language, purity of thought and chasteness of diction. The translations, though not always fair and literal are enough to show that she understands the English language.

There are two poems, however—one entitled the "Smile of an infant" and the other "my Prayer" which struck us to be peculiarly good. In the former, the writer has shown a remarkable descriptive power ; and in the latter, she has successfully infused a great deal of pathos.

We are sure that if our young authoress worships the Muses as devotedly as she has commenced in her early life her literary career will be well worth imitating by the ladies of Bengal.

In a country where the education of women is still in its infant stage, the reviewers are supposed to be somewhat lenient in criticising books written by fair hands ; but we can assure the reader that in reviewing the book before us, we have not relaxed the canons of criticism a bit.

It seldom falls to our lot to get an opportunity of reviewing a work of a genuine Hindu Lady ; and whenever we get such publications for review, we find it very refreshing to do so. It is owing to this, that we have devoted a great deal more space to the book under notice than we otherwise would have done.

Brahmo Public Opinion.

"বনলতা" Hnidoo Patriot "সাধারণী" English-man প্রভৃতি সংবাদ-পত্রে প্রশংসিত। কিন্তু সেগুলি সংগ্রহ করিতে না পারায় এবার প্রকাশ করা হইল না।

CALCUTTA REVIEW.

The Banalata is from the pen of a Hindu (Brahmin) lady who dedicates the work to her father. It consists of several short poems on a variety of subjects. which bear the impress of a mind emancipated from the thraldom of Jati, Juti, Mallika, Malati, of bygone ages, and awakening to an appreciative perception of the beautiful the grand and the sublime, not simply in terrestrial objects, but, likewise in the phenomenal aspects of Nature, in all her immensity. The following lines will partially illustrate our views, if they will not remind the reader Ianthe in the Magic car of Shelly.

রবি-শশী তারা কল্পনা নয়ন
শারদ-কৌমুদী কল্পনা বরণ
কল্পনার কণ্ঠ বীণার নিক্কণ
কল্পনার খেলা সুখের স্বপন ॥

In respect of parity of thought, and chasteness of diction, these poems are a decided improvement upon the school of Bharat Chunder, though for melodious flow and smoothness they compare unfavourably with the works of that much maligned, yet much loved, bard.

We have time only to add that three of these poems are translations from the works of Wordsworth, Byron and Cowper, which fact imposes upon us the duty, and a pleasing duty too, of congratulating our authoress upon her thorough acquaintance with English Poets, along with the mastery she has achieved over the language in which she writes. She must have possessed extraordinarily favourable opportunities such as seldom fall to the lot of Hindu ladies, "cabin'd, cribb'd, confin'd" within

the walls of the Zenana. We hope, however she will pardon us for excercising the privilege of a critic, in telling her, in the most friendly spirit and without meaning, in the least, to detract from the general merit of her poems, that the lines which we subjoin, though excellent in themselves, are not fair translations. They are from the "Cuckoo" of Wordsworth.

" It seems to fill the whole air's space, *
At once far off and near."

গিরি হতে গিরি শৃঙ্গে সে স্বর ভাসিয়া
একদা সুদূর কাছে যায় রে ধ্বনিয়া

2. " But unto me thou bringest a tale
of visionay hours"

বিগত জীবন হৃদে উঠে রে জাগিয়া
শৈশব সুখের স্মৃতি উঠে উথলিয়া

3. " But an invisible thing,
A voice a mystery"

কিন্তু রে অদৃশ্য কণ্ঠ ভাবি রে তোমায়
বোধের অতীত তুমি স্বর-মধুময় ।

* There is another reading of these lines which is accepted by many, among whom we may mention Palgrave—

From hill to hill it seems to pass,
At once far off and near.

BANALATA.

"We owe an apology to the fair authoress for not noticing the book earlier. But the delay that has occured may be ascribed to the Excellence of the book itself, for our own appreciation of that excellence made us view the task of reviewing it as peculiarly difficult and delicate, and requiring almost enthusiastic admiration which we had felt at the first perusal of the book. This is a book of poems. Most of these poems originally appeared anony mously in a high class vernacular journal, and at the time of their appearance, called forth great admiration from the reading public. With that modesty which is the ornament of her sex, but which is characteristic of the Hindu Woman, the authoress still keeps her name concealed from the world and it is only from the dedication of the book to her father, an able and well-known member of the Subordinate Executive Service that one derives the knowledge of her identity· The most striking feature in these Poems is a vein of tender pathos,--a tinge of melancholy that runs through almost every line of them, and as one closes the book after accompanying the authoress through her short journey in her world of dreams, one is sure to find that, in spite of himself, he has caught from her the contagion of melancholy. If poetry is to be judged by the degree in which it is capable of exciting the imagination, doubtless the authoress would take rank among many of our well-known poets. The small poem, "Smile," wherein the authoress describes a child's smile, is incomprarably sweet and undoubtedly the best piece in the whole book. Even if the authoress had written nothing else, this small poem would have entitled her to a foremost place among the [redacted]ordsworth, Byron and Cowper, — any-one that fervid imagination, [redacted] erial representation, an ear for exquisite music are among the gifts of the authoress ; but these are not all her qualities, for it will be apparent that she possesses also —and this is surely a rare possession in one so young—the artistic sense of fitness and proportion. The poem, "Pabitra Kushum" or the "Pure flower," bears a painful interest. If is a kind tribute to the sacred memory of a departed friend—a pure and blooming flower that was plucked before its time. This

piece is full of tender trustfulness—trustfulness in the providence of God. The authoress concludes the poem by informing the invisible shade of her departed friend as to how resignedly her aged father has borne her loss. The bereaved father alluded to, is, we understand, the venerable Babu Ramtanu Lahiri of Krishnaghur, the pattern of purity and goodness. All the other poems are innocent and good, and the verses in most of them would sing exquisitely, if well set to music. In some of the pieces the faults will disappear as the authoress advances in age and experience. The book concludes with a "Prayer". It is a fond prayer breathed by a bereaved sister. In this she bemoans the loss of a brother and a sister, and expresses the cherished desire of her life—that when she too breathes her last, her ashes may be laid on the same spot where sleep the dear departed ones by the side of Mother Ganges. We close this notice wishing a long life to the authoress and hoping that whenever she will find leisure from the cares of life, she will devote the time to worshipping the Muses whose favoured child she is."

The Indian Mirror,
12th June, 1880.

নীহারিকা।

বসন্ত-পঞ্চমী

(সরস্বতীর প্রতি।)

দেবি,
বসন্ত পঞ্চমী আজি,
প্রকৃতি কুসুমে সাজি—
আহ্বানিছে এস মাতঃ, বঙ্গের ভবনে।
হতভাগ্য বঙ্গবাসী,
আনন্দ সাগরে ভাসি
দিবে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি তোমার চরণে।

সুমন্দ মলয় বায়
পুলকে ঘোষিয়া যায়
তব পূজা, পিককুল ললিত সুতানে।
কল কণ্ঠ ঝঙ্কারিয়া
নীলাম্বর ভাসাইয়া
ঢালিছে আনন্দ দেবি, বসুধার প্রাণে।

বিভব সম্পদ হীন,
দাসত্বে জীবন লীন,

বিষাদের অশ্রুবারি দিবস শর্ব্বরী—
ঝরে দর দর ধারে,
ভাসি দুঃখ পারাবারে
জীবিত বঙ্গের সুত তব পদ স্মরি।

তোমার সেবায় রত
আছে সবে অবিরত,
তুমি মাত্র বাঙ্গালীর সহায় সম্বল,
এস সন্তানের ঘরে
পূজিবে মা ভক্তিভরে
অর্পিয়া তোমার পদে হৃদয় কমল।

তরল নয়ননীরে
প্রক্ষালিবে ধীরে ধীরে
জীবন আরাধ্য ওই যুগল চরণ,
আপন শোণিত দিয়া
পূজিয়ে জুড়াবে হিয়া,
ডাকিছে কাতরে আজি বঙ্গবাসীগণ।

আঁধারে, আলোক রাশি,
দয়া করি পরকাশি—
বিভাসিত কর বঙ্গ জ্ঞানের কিরণে,
বিমল প্রতিভা ভাতি
উজলিয়া দিবা রাতি
হাসাক বিষাদময় বাঙ্গালী জীবনে।

প্রভাত অরুণ-করে
প্রকৃতি পরাণ ভরে
হাসে, যবে দূরে যায় তামসী রজনী,
তেমতি বঙ্গের সুত
জ্ঞানের কিরণ-যুত
হইয়া হাসিবে, কৃপা করগো জননী।

কিবা দিবা বিভাবরী
শত শত বঙ্গনারী
অজ্ঞান আঁধারে হায় যাপিছে জীবন,
সাহিত্য বিজ্ঞান হার
দেও কণ্ঠে অবলার,
বিতর তাদের প্রাণে প্রতিভা কিরণ।

আজি মা তোমার কাছে
একটী প্রার্থনা আছে,
শেষ অভিলাষ দেবি, পূরাও আমার।
আশৈশব ভক্তিভরে
পূজিতেছি অকাতরে
হৃদয় শোণিত দিয়া চরণ তোমার।

জীবনের আশা যত
নিষ্ফল স্বপন মত
নিরাশা সাগরে হায়! গিয়াছে ডুবিয়া,

প্রতি নব বর্ষ সনে
নূতন নৈরাশ্য মনে
প্রবেশিছে দিন দিন ব্যথিত করিয়া।

রোগে, শোকে, ভগ্নচিত
আর মা সহিব কত ?
ক্লান্ত জীবনের—পথে হইয়া অধীর।
একটী দিনের তরে
হৃদয় শীতল করে
কভু নাহি শুকাইল নয়নের নীর।

নীরব লোচন ধার
কহিছে মা বার বার
ভীষণ আঁধারময় সুখের অবনী,
প্রবাসে প্রবাসে ফিরি
ও পদ আশ্রয় করি
কেবল জীবিত মাত্র রয়েছি জননী।

নৈরাশ্যের অন্ধকারে
এখনও ধীরে ধীরে
দীপিছে একটী ক্ষীণ আশার স্বপন,
সে আশা সফল হলে
পুলকে যাইব চলে
ছাড়িয়া বিষাদ পূর্ণ সংসার ভবন।

তোমার সেবক যত
মধ্যাহ্ন তপন মত
উজলিত করিয়াছে বিপুল ধরণী,
নিরমল প্রভা তার
আলোকিছে অনিবার
জগত-বাসীর প্রাণে দিবস রজনী।

কালের সাগরে সবে
ডুবিয়া, জীবিত ভবে
রহিয়াছে সগৌরবে, অমর জীবনে,
অক্ষয় কীর্ত্তির শিরে
চিরদিন শোভা করে
থাকিবে এমনি, ফুটি প্রতিভা-কাননে।

তুমি মাতঃ, স্নেহভরে
যে বীণা তাদের করে
দিয়াছিলে, আজ তার মধুর সঙ্গীত,
ললিত পঞ্চম তানে
জগতের প্রাণে প্রাণে
বরষিছে শান্তি-সুধা করিয়া মোহিত।

কবিতা কুসুম হার
দিতে ভক্তি উপহার
গাঁথিয়াছে, যেই মালা তোমার চরণে,

শোভিত করিয়া আছে
নিত্য প্রীতি প্রদানিছে
ছুটিছে সুরভি যার সমীরণ সনে।

তোমার সেবক যারা
অনন্ত জীবিত তারা,
ভকতের প্রতি স্নেহ আছে মা তোমার,
নিত্য উপাসনা করি,
এক আশা হৃদে ধরি,
সে সাধ পূরিলে, কভু চাহিব না আর।

অরণ্য কুসুম যত
করি দেবি, একত্রিত
জীবনের সূক্ষ্ম-সূত্রে কবিতার হার
গাঁথিয়াছি তব তরে,
সাজাইতে থরে থরে,
বঙ্গ সাহিত্যের প্রিয় কানন তোমার।

অরণ্য কুসুম মম
আজিও কলিকা সম,
সুবাস নাহিক তাহে, নহে বিকশিত,
আধ ফুট ফুট করে
হয় ত যাইবে ঝরে,
অকালে হিমানী পাতে হইয়া ব্যথিত।

দুরাশা মধুর স্বরে
হৃদয় মোহিত করে,
ভাবি কতবার মম আশার স্বপন,
সফল হইবে, হায়!
আবার নিবিয়া যায়,
জীবনের শত আশা গিয়াছে যেমন।

তব কৃপা করি সার,
বহিব জীবন ভার,
বর দেও বীণাপাণি, প্রসন্ন অন্তরে,
কালে পূর্ণ বিকশিয়ে
নিত্য বাস বিতরিয়ে
ফুটে যেন ফুল মম চির শোভা ধরে।

বঙ্গের সাহিত্য সনে
ফুলহার দিনে দিনে
ফুটিয়া সুরভিময় করুক সংসার,
প্রিয় মাতৃভাষা গলে
পুষ্পমালা দুলে দুলে
নিয়ত পূজিবে মাতঃ, চরণ তোমার।

কোমল কবিতা হারে
সদা যেন ধীরে ধীরে
প্রকাশে তাহার নাম, সে জন যতনে,

সেবে দেবি, ভক্তিসহ
তব পদ অহরহ,
রাখিও মা নাম তার মাতৃভাষা সনে।

দীন আশা পূর্ণ হলে—
আনন্দে যাইব ভুলে
অশ্রু বিজড়িত এই জীবনের ভার,
হৃদয় শীতল হবে,
নেত্রনীর না রহিবে,
দুঃখময় দীর্ঘশ্বাস বহিবে না আর।

বঙ্গবাসী প্রীতিভরে
ডাকিছে মা বারে বারে,
বসন্ত পঞ্চমী আজি পূজিবে তোমায়,
সুমধুর বীণা করে
আসিয়া সন্তান ঘরে
প্রাণপূর্ণ আশীর্ব্বাদে তোষগো সবায়।

শান্তিধারা বরষিয়া
জুড়াও সবার হিয়া,
একটী বরষ পরে আবার যতনে
রজত প্রতিমা গড়ে
পূজিবে মা ঘরে ঘরে
মধুর বসন্ত কালে, ভকতির সনে।

তোমার করুণা হলে
কি দুঃখে মা আঁখি জলে
ভাসিবে অভাগাগণ, কিবা দুঃখ আর ?
জ্ঞানের গৌরব ভাতি
উজলিবে দিবা রাতি
বিষাদ কালিমা ময় হৃদয় আঁধার।

প্রণিপাত বারে বারে
করিতেছি সকাতরে,
বাসনা সফল মাতঃ, হউক আমার,
শান্তির আশীষ দিয়া
দগ্ধ চিত জুড়াইয়া
রাখিও চরণে, দীন সন্তান তোমার।

স্নেহোপহার।

প্রিয়সোদর !—
পবিত্র শৈশব হাসি রঞ্জিত জীবন,
চিত পূর্ণ ভালবাসা
সরল মধুর ভাষা,
হসিত মুরতি, প্রিয়-বদন তোমার
যখনি নিরখি ভুলি বিষাদ সংসার।

তরলিত আনন্দের লহরী সুন্দর
বিমল হাস্যের সহ
খেলিতেছে অহরহ
নয়নে তোমার, চাহ যে দিকে যখন,
সকলি আনন্দ ভরে হয় নিমগন।

তোমার আনন্দময় বদন হেরিয়া,
জননী স্নেহের ভরে
কতবার ক্রোড়ে ধরে
জুড়ান জীবন, শত আশায় হৃদয়
হিল্লোলে হিল্লোলে নাচে, সদা সুখময়

চিন্তা ক্লান্ত জনকের বিষণ্ণ অন্তর,
তোমায় নিরখি হায়!
পুলকে ভরিয়া যায়,
জীবনের চিন্তা দুঃখ হন বিস্মরণ,
তুমি তাঁর চির দিন শান্তির স্বপন।

প্রফুল্ল কুসুম তুমি সোদর উদ্যানে,
আর ক্ষুদ্র ফুল গুলি
ললিত কোমল, কলি,
আজিও অস্ফুট, সুধু তোমায় চাহিয়া
জীবন তরণী এই যাইছে ভাসিয়া।

শিশু ভ্রাতা, ভগ্নীগণ চাহি তব পানে,
ভাসায়ে কোমল প্রাণ,
গাইছে শৈশব গান,
তোমার স্নেহের কর সহস্র কিরণে
বরষিছে প্রীতি নিত্য তাদের জীবনে।

একটী বিষাদ রেখা জীবনে তোমার
পড়ে নাই, তবচিত
বিমল সলিল মত,
অসুখের অশ্রু ওই প্রফুল্ল নয়ন
করে নাই কলঙ্কিত বিগলিয়া মন।

স্নেহ ছায়া পরিহরি একদিন তরে
সুদূর প্রবাসে গিয়া
কাঁদেনি তোমার হিয়া,
প্রবাস যাতনা তুমি জান না কেমন,
আজিও শৈশব নিদ্রা জড়িত নয়ন ;

বিশাল জলধি পার বান্ধব বিহীন
সুদূর বিলাতভূমি,
আদরের শিশু তুমি,
সুদীর্ঘ বরষ তথা রহিবে কেমনে,
তাই ভাবি ঝরে অশ্রু বিষণ্ন লোচনে।

তব দীর্ঘ অদর্শনে হৃদয় ব্যথিত,
উত্তপ্ত সংসার হায়,
ভ্রমিয়া তাপিত তায়,
কোন্ স্নেহ ছায়াতলে বিরাম লভিব,
কাহার বদন হেরি সকল ভুলিব?

ভগন হৃদয়ে ব্যথা, নয়ন আসার,
কেবা স্নেহ কর দিয়া
মুছায়ে জুড়াবে হিয়া,
বিষাদ জড়িত শত জীবন কাহিনী
কে শুনিবে, সম দুঃখে ভাসায়ে পরাণী

রোগশয্যা পাশে বসি চিন্তিত হৃদয়ে—
নিদ্রাহার পরিহরি
কিবা দিবা বিভাবরী
শুশ্রূষার শান্তিনীর করিয়া সিঞ্চন
কেবা আজি শীতলিবে ব্যথিত জীবন।

গভীর রজনী যবে জগত ঘুমায়,
মৃদুপদ সঞ্চালিয়া
ধীরে শয্যা পাশে গিয়া
ক্ষীণদীপে শতবার কেবা নিরখিবে,
জাগরিত নেত্রে দেখি যাতনা বুঝিবে।

তরল স্নেহের ভাষে, ব্যাকুল অন্তরে
কেবা জিজ্ঞাসিবে আর,
এক কথা বার বার,
পবিত্র সোদর স্নেহ জড়িত হইয়ে
বরষিবে শান্তি যাহা তাপিত হৃদয়ে।

স্নেহের নির্ঝর যেন হৃদয় তোমার,
মৃদুল সঙ্গীত স্বরে
অবিরাম স্নেহ ঝরে,
যখন, যেখানে থাকি, ওই প্রীতিধার,
বরষে ব্যথিত প্রাণে শান্তি অনিবার।

শৈশব আনন্দময় ক্রীড়া সহচর,
একস্নেহ সূত্র দিয়া
গ্রথিত দোঁহার হিয়া,
একভাবে, এক গীত উভয় অন্তর
গাইতেছে আশৈশব ধরি সমস্বর।

একটী জীবন যন্ত্র বিকল হইলে
মিলিত ললিত তান
নীরব হয় সে গান,
জীবন বীণার তার বাজে নাগো আর,
ভগ্নস্বরে একা করি মৃদুল ঝঙ্কার।

ভুলি নাই বাল্যের সে প্রীতি-নিকেতন,
যেখানে তোমার সনে
খেলেছি সানন্দ মনে,
সেদিনের স্মৃতি আজি সুখস্বপ্ন মত
জাগিতেছে, ভাসিতেছে, চিতে অবিরত।

গত জীবনের স্মৃতি কেন মধুময়?
তোমাসনে বিজড়িত
সে দিনের কথা যত,
তাই তাহা এত প্রিয় নিকটে আমার,
সংসারে দেখিনা ভ্রাতঃ, তুলনা তোমার।

অপার্থিব তব স্নেহ প্রতিদান নাই,
কিবা দিব, কিবা আছে?
সতত ঈশ্বর কাছে
তোমার মঙ্গল প্রিয় করিব কামনা,
সুখে থাক; পূর্ণ হোক্ হৃদয় বাসনা।

এ দীর্ঘ বরষ ভ্রাতঃ তব অদর্শন
যে আশা হৃদয়ে লয়ে
সহিব ব্যাকুল হয়ে,
সেই আশা আমাদের পূরিবে যখন
নাচিবে পুলক ভরে বিষাদিত মন।

দর্শন, বিজ্ঞান, আর সাহিত্য কীরিটে
তব শির শোভা হবে,
আনন্দে হেরিব সবে,
প্রতি সমীরণ ভরে সুযশ তোমার,
আসিবে, নাচায়ে ঊর্ম্মিময় পারাবার।

আনন্দে বিপুল সিন্ধু গাইবে কল্লোলে,
তোমার গৌরব গীত,
সুখ বিকম্পিত চিত,
নাচিবে, খেলিবে ঊর্ম্মি, সে গীত শুনিয়া,
চঞ্চল সাগর বক্ষে উচ্ছ্বাস তুলিয়া।

স্বদেশ, বিদেশ, কিবা পর্ব্বত, জলধি,
তোমার প্রতিভা করে
হাসিবে পুলক ভরে,
ভারত গগন ভালে উজ্জ্বল কিরণে,
দীপিবে তোমার ভাতি গৌরবের সনে।

ভুলিবে না জন্মভূমি স্বদেশ তোমার,
ভারত সন্তানগণে
প্রীতি প্লাবিত মনে,
আলিঙ্গিবে স্নেহ ভরে স্বদেশে ফিরিয়া,
প্রতি প্রিয় সম্ভাষণে হৃদয় ঢাকিয়া।

যে আর্য্য বংশেতে প্রিয় জনম তোমার,
বিমল গৌরব ভাতি
আছে তাহে দিবা রাতি,
পবিত্র সে আর্য্য নাম করিয়া স্মরণ
পতিত ভারত দুঃখ করিও মোচন।

মৃত সঞ্জীবনী আশা ভারত জীবনে
দিবে প্রিয় মিশাইয়া
প্রত্যেক ধমনী দিয়া,
খেলিবে সে আশা ঊর্ম্মি ভারত সাগরে,
তুলিবে তরঙ্গমালা চঞ্চল সমীরে।

দীক্ষিবে একটী মন্ত্রে তব ভ্রাতৃগণে,
স্বদেশের হিততরে
যেন সবে প্রীতিভরে
বিসর্জ্জিতে পারে এই নশ্বর জীবন,
জগতে কীর্ত্তির ধ্বজা করিয়া স্থাপন।

অক্ষয় কীর্ত্তির শিরে যেন তব নাম,
অনন্ত উজ্জ্বল কারি
রহে দিবা বিভাবরী,
ভারতের ইতিহাস ধরি সমস্বর
গাইবে প্রতিভা তব মোহিয়া অন্তর।

বিভাসিছে নেত্রে মম সে সুখের দিন,
কল্পনার সহ মিশি
হেরিতেছি দিবা নিশি,
গৌরব মণ্ডিত সেই জীবন তোমার,
হৃদয়-আনন্দ প্রিয় সোদর আমার।

ভাসায়ে জীবন মন, আশীর্ব্বাদ করি,
এ দীর্ঘ বরষ পরে
গৌরবে ফিরিয়া ঘরে
স্নেহ পরিজনগণে মধুর সম্ভাষে,
তোষ প্রিয় অবিরত প্রাণের উল্লাসে।

জনক জননী চিত্তে আনন্দ লহরী
খেলিবে তোমায় হেরে,
স্নেহেতে চুম্বন করে,
জীবনের শান্তিময় বদন তোমার,
জুড়াবেন চিন্তাক্লান্ত হৃদয়ের ভার।

সুখে ভ্রাতা ভগ্নীগণ, আলিঙ্গন দিয়া
তুষিবে পুলক ভরে
দীর্ঘ অদর্শন পরে,
আবার হাসিবে এই আঁধার ভবন,
আনন্দে স্বদেশে তুমি ফিরিবে যখন।

সেই চন্দ্রালোকে।

সেই চন্দ্রালোকে, সেই নিশীথ সময়,
সেই নীলাম্বর তলে,
সেই নিশীথিনী কোলে,
বসিয়া একদা, সুখে অচল হৃদয়।

চন্দ্রকর বিভাসিত প্রাসাদ শিখর,
প্রফুল্ল কুসুম বন,
চারি ধার সুশোভন
তরুকোলে মনোহর লতিকা সুন্দর।

শীতল মলয় বায় পুলকে মাতিয়া—
সে সুখ-সঙ্গীতে যেন—
সুখে করি বরিষণ,
গিয়াছিল ফুল দল চুম্বিয়া চুম্বিয়া।

যেই দিকে নেত্র আমি করিনু প্রসার
জীবন্ত সৌন্দর্য্য রাশি
তরল মধুর হাসি,
উছলিত চন্দ্রকরে অনন্ত সংসার।

তরঙ্গে তরঙ্গে জ্যোতি হৃদয়ে আমার—
প্রবেশিল, অন্ধকারে,—
হৃদয়ের স্তরে স্তরে—
দেখিনু একই—চন্দ্র—শোভার আধার।

উপর গগনে পুনঃ তুলিয়া নয়ন—
দেখিলাম প্রীতিভরে,
পূর্ণিমার সুধাকরে,
যে শোভায় বিমোহিত জগত ভবন।

জীবন শশাঙ্ক সনে মোহিত অন্তরে
সেই শশী তুলনিয়া,
চন্দ্রমম নিরখিয়া
দেখিনু তুলনা নাই ত্রিলোক ভিতরে।

অনন্ত সৌন্দর্য্যপূর্ণ চন্দ্রমা আমার,
স্নিগ্ধ জ্যোতি বিভাসিত
নিত্য নিত্য আলোকিত,
সিত—কৃষ্ণ—পক্ষ কভু নাহিক তাহার।

আকাশের চন্দ্র আর হৃদয় চন্দ্রমা,
এক সনে শতবার
সুখে ভুলিয়া সংসার
নিরখি বুঝিনু কার কতই গরিমা।

নীলিমার শশধর পরের কিরণে
সাজিয়া, সুদূর হতে
দেয় কর অবনীতে,
গৌরবের কিছু নাই আপন জীবনে।

আমার জীবন শশী নিজের বিভায়
নিরন্তর সমুদিত,
প্রীতিকর বিমণ্ডিত,
দিবা নিশি মুগ্ধকর অতুল শোভায়

সেই নিশীথিনী, সেই পূর্ণ শশধর,
সেই মুগ্ধময়ী ধরা
বিমল সৌন্দর্য্য ভরা,
সেই স্মৃতি বিজড়িত আজি এ অন্তর।

সেই চন্দ্রালোকে বসি, সুখের স্বপন
দেখিতে ছিলাম যবে,
মধুর সঙ্গীত রবে,
চমকি চাহিনু,—গীত মোহিল জীবন।

সুদূর স্বপন সম, সে গীত শ্রবণে
জাগিল মানস মম,
নিরাশায় আশা সম,
একটী বিগত স্মৃতি ভাসিল পরাণে।

বহুদিন, একদিন, প্রবাসে যখন
অশ্রুজলে ভাসি ভাসি
জীবনের দিবা নিশি
যাইত বহিয়া, দুঃখে বিষাদিত মন।

ছিল না বান্ধব কেহ, একাকী বিজনে
আপন যাতনা কত
সহিতাম অবিরত,
পুড়িত জীবন মম, দুঃখের দহনে।

সে দুঃখ তিমির মাঝে চপলার প্রায়,
একটী সুখের গীত
প্রবেশি আমার চিত
করেছিল আলোকিত শান্তির প্রভায়।

সেই দিন সে সঙ্গীত করিয়া শ্রবণ
জুড়াল ব্যথিত প্রাণ,
হৃদয়ে লইয়া গান
দেখিলাম শতবার সুখের স্বপন।

আর এক দিন বসি সেই চন্দ্রালোকে,
শুনি সেই গীতধ্বনি
সেই চারু নিশীথিনী—
হেরিয়া, হাসিয়া ছিনু প্রাণের পুলকে।

সেই নৈশ নীলাম্বর কম্পিত করিয়া—
উন্মত্ত বিদ্যুত প্রায়,
ছুটিল সঙ্গীত হায়,
থাকিলাম শূন্য প্রাণে সকল ভুলিয়া।

সে সঙ্গীতে সেই দিন ভাবিনু আবার—
“ কেন রে জীবন মম
তরল সঙ্গীত সম
হইল না সুখময়,” অনন্ত অপার।

আজি এই চন্দ্রালোকে নীরবে বসিয়া
বিগত শতেক কথা—
দিতেছে হৃদয় ব্যথা,
বহিতেছে অশ্রুনীর কপোল ভিজিয়া।

সেই চন্দ্রালোক,আর সেই শশধর,
তেমন সুন্দর আর—
দেখিব না এ সংসার
শুনিব না সে সঙ্গীত, ভাসায়ে অন্তর।

আজি এই চন্দ্র কেন মলিন এমন ?
নাহি সেই হাস্য রাশি,
তেমন সুন্দর শশী
দেখিবনা এ জনমে ভরিয়া নয়ন।

আর শুনিব না গীত তেমন মধুর,
সে সঙ্গীত পারাবারে
ভাসিব না আর ফিরে,
দেখিবা পুনঃ ধরা সেরূপ সুন্দর।

সেই চন্দ্রালোক, সেই সঙ্গীত লহরী
চিরদিন হৃদে লয়ে
থাকিব মোহিত হয়ে,
বাজিবে শ্রবণে তাহা দিবস শর্ব্বরী।

সুখে দুঃখে চির দিন ভাবিব নিয়ত,
" হায়রে জীবন মম
কেনরে সঙ্গীত সম
হইল না সুখময়," করিয়া মোহিত।

আজি সেই চন্দ্রালোক করিয়া স্মরণ
শূন্য নেত্রে কতবার
হেরিলাম চারিধার,
বুঝিলাম তমময় হৃদয় গগন।

গাওরে আবার।

"Ada sole daughter of my house and heart." *

তুমি গাওরে আবার
প্রিয় বিহগী আমার
সুধা কণ্ঠে ঝঙ্কারিয়া,
বসুমতী কাঁপাইয়া
পরশিবে নীলিমায় তোমার সুস্বর,
জাগিবে শশাঙ্ক সহ তারকা নিকর।

* Childe Harold's Pilgrimage C. III. St. 1.

এ সান্ধ্য সমীর ধীরে
দোলাইয়া তরুশিরে
চুম্বিয়া কুসুম কলি,
পুলকে যাইবে চলি,
তরলিত স্বরময় হইবে অবনী
প্রাণের আনন্দে তুমি গাও বিহগিনী।

এনীল গগন তলে
বসি মন কুতূহলে,
তোমার মধুর স্বরে,
হৃদয় শীতল করে
শুনিব জীবন ভরি, ভুলিয়া সংসার,
সুখেতে নাচিবে ভগ্ন মানস আমার।

স্বরগ বিহগী তুমি,
আসিয়াছ মর্ত্ত্যভূমি,
পবিত্র শিশুর স্বরে
অভাগা মানব তরে
পাঠাইলা ভবে বিধি, শান্তির কারণ,
শ্রবণে শীতল সদা তাপিত জীবন।

শুনিয়া তোমার গীত,
বিমল আনন্দে চিত

ভাসাইয়া, প্রীতিভরে
দিব চির দিন তরে
জীবন আমার, ওই সঙ্গীতে ঢালিয়া
গাও প্রিয় বিহগিনী সুধা বরষিয়া।

অদূরে কুসুম বন
তরুলতা অগণন,
কোমল পল্লব দিয়া
চারু তনু আবরিয়া
অদৃশ্যে থাকিয়া তুমি কররে ঝঙ্কার,
আমার নয়নে করি জ্যোৎস্না সঞ্চার।

চঞ্চল স্বর লহরী,
কিবা দিবা বিভাবরী,
শ্রবণ ভিতর দিয়া
মম প্রাণে প্রবেশিয়া
উজলিবে আঁধারিত জীবন আমার,
যাতনার অশ্রুবিন্দু রহিবে না আর।

ললিত মধুর স্বরে,
শীতল অমিয় ঝরে,
পানে পিপাসিত চিত,
নিত্য সুখে পুলকিত
তরল সঙ্গীত তুমি দেও রে ঢালিয়া
বিশুষ্ক হৃদয় মম স্বরে শীতলিয়া।

নিরমল স্নেহ দিয়া,
চন্দ্রকর মিশাইয়া,
সৃজি বিধি প্রীতিভরে
পাঠাইলা শান্তি তরে
সুধা বিনিন্দিত ওই সুস্বর তোমার,
আবার গাও রে প্রিয় বিহনী আমার।

পবিত্র শিশুর হাসি
সুধা কণ্ঠে পরকাশি,
ডাক একবার তুমি
আমার জীবন ভূমি
কোমল কুসুমময় হইবে তাহায়,
স্নেহভরে ঢাক প্রিয় বালিকা আমায়।

নিদাঘ নিশীথ কালে,
বসিয়া ধরণী কোলে,
সুদূর বাঁশরী গান,
শ্রবণে প্রবাসী প্রাণ,
জাগি উঠে, অভাগার শৈশব স্বপন,
লহরে লহরে খেলে ভাসাইয়া মন।

তেমতি তোমার গীতে,
জাগেরে আমার চিতে
শৈশব সুখের কথা,
মরমে মরমে গাঁথা

আজি যাহা, যার ছায়া জীবন জড়িত,
শোণিতে শোণিতে নিত্য রয়েছে মিশ্রিত।

তুমি প্রিয় বিহগিনী,
যেন চল-সৌদামিনী
এই আছ এই নাই,
সুদূরে শুনিতে পাই,
মধুর সঙ্গীত তব, নয়ন আমার
ধরিতে না পারে ফুল্ল মূরতি তোমার।

আবার মুহূর্ত্ত পরে
আসিয়া সোহাগ ভরে,
চারু ভুজ লতা দিয়া
কণ্ঠময় জড়াইয়া,
স্বপন জড়িত শত সুখের কাহিনী
বরষ আমার প্রাণে দিবস যামিনী।

সুন্দর অলকা গুলি,
হাসির হিল্লোলে দুলি,
খেলেরে বদনোপরে
অযতনে থরে থরে
আধ অবরিত করি নয়ন তোমার
হৃদয় আনন্দময়ী বালিকা আমার।

অস্ফুট মধুর স্বরে,
ডাক শিশু প্রাণ ভরে,

বীণার সঙ্গীত সম
ও বচন নিরুপম,
সেদিকে শ্রবণ পাতি শ্রবণ ভরিয়া
শুনি নিত্য তব কণ্ঠ আপন ভুলিয়া।

সঙ্গীতে কি মধু আছে,
তোমার স্বরের কাছে ?
আধ আধ কথা গুলি
অনন্ত যাতনা ভুলি,
শ্রবণে জুড়াই সদা ব্যথিত জীবন
বিষাদের অশ্রুবারি করিয়া মোচন।

একবার আরবার,
বরষিয়া শান্তিধার,
ডাকরে পরাণ খুলি
হাসির লহরী তুলি,
আমার নয়ন কাছে পুলকে নাচিয়া
গাও গীত, অবিরত হাসিয়া হাসিয়া।

বিষাদ কখন যেন,
প্রবেশি তোমার মন
নাহি করে আঁধারিত,
এমনি আনন্দে গীত
গাইয়া, পবিত্র ভাবে কাটাও জীবন,
সংসার যাতনা শিশু পেওনা কখন।

জগত ছাড়িয়া যবে
বিদায় লইতে হবে,
সে দিন শ্রবণে মম,
স্বর্গীয় সুধার সম,
বরষিবে শান্তি ওই সঙ্গীত তোমার,
গাও রে আবার প্রিয় বিহগী আমার।

জীবন্ত কাব্য।

(এমন দেখি নাই আর)

" Your daughter is a poem that beats all our inspiration."
—*Venetia by Disraeli.*

তুষার ভূষিত শির,
হিমাদ্রি অচল স্থির,
প্রভাত অরুণকর তরল কাঞ্চন
বর্ষে যবে, সেই শির করিয়া শোভন,
হিল্লোলে হিল্লোলে শোভা
কম্পিত সুবর্ণ বিভা,
অনন্ত সৌন্দর্য্যময় নয়ন রঞ্জন,—
দেখিয়াছি, দেখি নাই কবিত্ব এমন।

বসন্তে বিহগ গান
শুনিয়াছি ভরি প্রাণ
ললিত শিশির সিক্ত কুসুম নিচয়
কানন মাঝারে শোভে মোহিয়া হৃদয়,

মৃদুল মৃদুল বায়
চুম্বিয়া চুম্বিয়া যায়
হেলি, দুলি, হাসি হাসি লহরে লহরে,
দেখিয়াছি—সরোজিনী সরসী উপরে।

সায়াহ্নে রক্তিম রবি
গৌরব-মণ্ডিত ছবি।
নীলাম্বু শয্যায় ঢালি শিথিল জীবন,
অলসে মুদিত আঁখি বিশ্রাম কারণ,
গাম্ভীর্য্য জড়িত শোভা
প্রকৃতির চিত্ত লোভা,
স্থির নেত্রে কতবার করেছি দর্শন,
দেখি নাই তাহে কভু সৌন্দর্য্য এমন।

শারদ গগন-ভালে
পূর্ণিমার নিশাকালে
কৌমুদী তরঙ্গে ভাসি পূর্ণ শশধর
প্রতিভায় বিভাসিত অবনী অম্বর।
হেলি দুলি সুখ-ভরে
চঞ্চল চন্দ্রমাকরে
উথলে গভীর সিন্ধু, হাসে কুমুদিনী,
হেরিয়াছি শতবার ভাসায়ে পরাণী।

তারকা খচিত নিশি
আঁধার সহিত মিশি

সহস্র হীরক খণ্ড গগনের গায়
দেখিয়াছি কত নিশি, বসিয়া ধরায়।
বিবিধ সৌন্দর্য্য রাশি
আনন্দ সাগরে ভাসি
হেরিয়া, ঈশ্বর নাম করেছি স্মরণ,
দেখি নাই শোভা এত জীবনে কখন।

বরষার আগমনে,—
পূর্ণ তরঙ্গিনীগণে,—
সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বাসে, যবে পড়ে উথলিয়া,—
হেরিয়াছি, মুগ্ধপ্রাণে সকল ভুলিয়া।
কিন্তু রে শোভা এমন
করি নাই দরশন
একাধারে এই কাব্যে রয়েছে যেমন,
অপ্রতিম,—অপার্থিব,—এ কাব্য রতন।

অনন্ত সৌন্দর্য্য রাশি,
ভূলোকে ত্রিদিব হাসি,
পত্রে, পত্রে, ছত্রে, ছত্রে, এ কাব্য ভিতরে
দীপিছে মধুর ভাবে কিবা শোভা ধরে।
নিত্য বসন্তের বাস
সঙ্গীতের চিরোচ্ছ্বাস
শত শারদীয় শশী গৌরব কিরণ
অবিরাম প্রাণ-কাব্যে করে বরিষণ।

মধুর সঙ্গীত স্বরে—
হৃদয় বিমুগ্ধ করে,
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে সুধা ঢালে দিবা রাতি,-
তরলিত সঙ্গীতের কিরণের ভাতি।
এই কাব্য নিরখিয়া
সুখেতে নাচায়ে হিয়া
ভাবি কতবার বসি নীরব নির্জ্জনে
কে আনিল এত শোভা সংসারভবনে।

বালকের সুধা হাস,
বিজয়ীর জয়োচ্ছ্বাস,
দীর্ঘ বিরহের পর প্রণয় মিলন—
প্রাণে প্রাণে শত বার সুখ আলিঙ্গন।
সুদীর্ঘ নিশার শেষে
সুখ স্বপনের বশে ;
প্রবাসী পুত্রের মুখ মধুর যেমন—
সকলি এ কাব্যে আছে,—সুন্দর কেমন।

প্রেমের প্রথম দৃষ্টি,
স্বর্গীয় সুধার বৃষ্টি,
তরলিত মাদকতা ঢালয়ে জীবনে,
হৃদে, হৃদে, বিনিময় সুখের স্বপনে।
নয়নে নীরব ভাষা
কত প্রেম কত আশা,

ভালবাসা প্রণয়ের অনন্ত সঙ্গীত
এ জীবন্ত কাব্যে তাহা রয়েছে নিহিত।

এক বৃন্তে ফুল দুটী
অনন্ত সৌরভে ফুটি
উজলিছে পরস্পর মোহিছে নয়ন
পূর্ণ বিকশিত শোভা হৃদয় মোহন।
যুগল জীবন ছবি
মধ্যাহ্ন প্রখর রবি
জ্ঞান প্রতিভায় কাব্য হাস্য বিমণ্ডিত,
দুই চিত্র—এক চিত্রে হয়েছে মিশ্রিত।

বিজ্ঞান কবিত্বে মিলি
আঁধারে জ্যোৎস্না খেলি
কখন সুখের হাস্য আবার কখন
বিরহের দুঃখ গীত নীরব রোদন।
দর্শন সাহিত্য কত
ইতিহাস শত শত,
কাব্যের জীবন সনে অভেদে জড়িত
অঙ্কে অঙ্কে বর্ণে বর্ণে মধুরে চিত্রিত।
কতবার প্রীতিভরে—
এ কনক কাব্য হেরে,—
নয়ন মুদ্রিত করি, মানস আমার—
দেখিয়াছে প্রতিবিম্ব হৃদয়ে তাঁহার।

আকাশ ধরণী তল—
কাব্যময় সর্ব্বস্থল,
যেই দিকে নেত্র সুখে করি প্রসারণ—
চারিদিকে ভাসে যেন কাব্য অনুক্ষণ।

সৌন্দর্য্য নির্ঝর দিয়া,
নিত্য শোভা বরষিয়া,
আলোকিত করিয়াছে কাব্যের জীবন
ভক্তি, প্রেম, সরলতা, সুখে সম্মিলন।
অশররী আত্মাদ্বয়,
স্নেহের হিল্লোলে বয়,
সকলি মানসময়, কাব্য মনোহর—
যত পড়ি তত যেন, অতৃপ্ত অন্তর।

সুখে পাঠ সমাপিয়া—
কবিত্ব তরঙ্গে হিয়া
ভাসায়ে, নীরবে সব করিয়া স্মরণ,
সুখ স্বপনের রাজ্যে করি বিচরণ।
ত্রিদিব সঙ্গীত স্বরে,
হৃদয় শীতল করে,
প্রত্যেক নিশ্বাস, প্রাণে ঢালয়ে আমার
নন্দন সৌরভ, সুধা-সিক্ত অনিবার।

দিবসের কোলাহলে,
অথবা বিশ্রাম কালে

সমান আনন্দ পাই করিয়া চিন্তন,
শোণিতে শোণিতে যেন বহে অনুক্ষণ!
স্থদূর, নিকট, নাই,
সতত দেখিতে পাই,
এ জীবন্ত কাব্য আমি জীবন ভরিয়া
পড়িব, ভাবিব সদা জগৎ ভুলিয়া।

নূতন নূতন তান,
শিখিয়া গাইব গান—
কাব্যের মাধুরী যত, বিভোর অন্তরে,
প্রতিধ্বনি সেই স্বর লইবে অম্বরে।
জাগিবে তারকাগণ
খুলি নেত্র অগণন
দেখিবে কাব্যের শোভা একত্র মিলিয়া
আবার মুদিবে আঁখি মৃদুল হাসিয়া।

শোক দুঃখ সহিবারে
শিখাইবে কাব্য মোরে;
প্রতিভার তীব্র কণ্ঠ করিয়া শ্রবণ,—
শিথিল হৃদয় মম করিব বন্ধন।
নিজ অবস্থায় চিত
রাখি সদা পুলকিত—
বহিব জীবন তরী সংসার সাগরে,
না যাইব যতদিন অন্তিমের তীরে।

আজীবন প্রীতিভরে—
পড়ি কাব্য অকাতরে,
মোহিত হইয়া সুখে রহিব ধরায়,
জীবন শীতল করি শান্তির ধারায়!
জগতে আশ্রয় মম
এই কাব্য নিরুপম,
তাহার জীবনে এই জীবন আমার,
এমন জীবন্ত কাব্য দেখি নাই আর

স্মৃতি-রেখা।

(যবন সেনার সহিত মেওয়ারের বীর শ্রেষ্ঠ প্রতাপ সিংহের যে যুদ্ধ হয় তাহা অবলম্বন করিয়া এই কবিতাটী লিখিত।) *

গভীর গম্ভীর তামসী নিশি,
আঁধার গগন আঁধার দিশি,
বিলুপ্ত সুষুপ্ত তারকা রাশি,
মেঘ পরে মেঘ চলিছে ভাসি।

ভাসিয়া ভাসিয়া যাইছে চলি
গগন সাগরে তরঙ্গ তুলি,

* "Undaunted heroism, inflexible fortitude, that which "keeps honor bright," perseverence,—with fidelity such as no nation can boast, were the materials opposed to a soaring ambition,...............Huldighat is the thermopylae of Mewar; the field of Deweir her Marathon"

Tod's Rajasthan. Ch. XI. P. 271.

আস্ফালি বিলোড়ি গগন হৃদি
নাচিছে ভীষণ বীর পয়োধি।

জীমূত ঘর্ষণে বিজলী ঝলি
জীমূত গর্জ্জনে গরজি বলী
ক্ষণিক আলোকে নির্দ্দেশি পথি
ছে পয়োদ গগন মথি।

উঠিল পবন চলিল বহি
মাতিল পবন কাঁপিল মহী,
বাধিল তুমুল ভৌতিক রণ
আলোড়ি সাগর পর্ব্বত বন।

হাসে খল খল পিশাচগণ
ডাকিনী, শাঁখিনী উন্মত্ত মন
সকলে(ই) ভীষণ ভয়াল অতি
আজি রসাতলে যাইবে ক্ষিতি।

এমন সময়ে।——,

ভারত স্বর্গীয় বীরেন্দ্রগণ,
চির নিদ্রা ত্যজি জাগি তখন
নবীন জীবন লভিয়া সবে
ধরিল সঙ্গীত মধুর রবে।

জলদ গম্ভীর জীবন্ত তান—
বীর রসে সবে ঢালিয়া প্রাণ

শত কণ্ঠতে প্রতিধ্বনি করি,
কাঁপাইল সুখে অমর পুরী।

স্বদেশ উন্নতি হৃদয়ে আশ,
জাতীয় দুর্গতি করিতে নাশ,
উঠেছে শতেক সুষুপ্ত বীর
স্বদেশের লাগি হয়ে অধীর।

অমর আলয় ত্যজিয়া সবে,
লয়ে তীক্ষ্ণ শর নামিল ভবে
ঝলকে ঝলকে দামিনী ধায়,
গর্জ্জিয়া জলদ পশ্চাতে যায়।

শত শত সেনা আশ্রয় করি,
ধাইল নাশিতে স্বদেশ অরি,
আদেশিল রণ জীমূত মন্ত্র
বাজিল বীরের হৃদয় যন্ত্র।

চমকি বিদ্যুত পুনঃ খেলিল,
উন্মত্ত সেনার স্রোত বহিল,
বরিষার ধারা প্রায় অজস্র
নির্ব্বার—* * *।

এ-কি!

যেন মত্ত নদী গর্জ্জি ভীষণ
ছুটিছে বেগে করাল দর্শন,

লহরে লহরে করি আহব
ঘোর রণাবেশে মেতেছে সব।

ভারত যবন সুস্থির মনে
ঢালিয়া জীবন সুখ স্বপনে,
নিদ্রা যায় সুখে, নাহিক ভয়,
শান্তির সমীর সদাই বয়।

বিজয়ী যবন পুলক ভরে,
করে পদাঘাত আর্য্যের শিরে।
জানে মনে মনে তাহারা এবে
বিনত মস্তকে সকল(ই) সবে।

সহসা।—,

* এ ঘোর নিশিতে গভীর হুঙ্কারে
পশিল প্রতাপ সাবাঝ †শিবিরে
মাভৈ মাভৈ মুখে রজঃপুতগণ
রিপুকুল সনে আরম্ভিল রণ।

বাজিল ভীষণ সমর তখন,
কাঁপিল অর্ব্বলি কাঁপিল গগন,
খেলিতে লাগিল তীক্ষ্ণ তরবার
অস্ত্রমুখে বহ্নি বিদ্যুত আকার।

* * * *

* He (Pertap) again "Screwed his courage to the sticking place," collected..............pieces." *Tod's Rajasthan Ch.XI. P. 268.*

† সাবাঝ যবন সেনাপতির নাম।

আর্য্য সুতগণ উৎসাহ অন্তরে
বিজয়ী হইল আজি এ সমরে ;
নাশিল বিপক্ষ স্বর্গীয় প্রভায়
অনন্তদেবের অসীম কৃপায়।

এ ঘোর নিশিথে এমন সময়
স্বদেশে সৌভাগ্য হইল উদয়।
সকলি ভৌতিক সকলি নূতন,
চিন্তার অতীত এ আর কেমন।

আবার আবার প্রবল পবন
বহিল সঘনে করি শন্ শন্
আবার আবার চঞ্চল দামিনী
ছুটিল উল্লাসে যেন উন্মাদিনী।

বুঝি আর্য্যভূমি স্বাধীন হইল ;
জাতীয় অশেষ দুর্গতি ঘুচিল ;
স্বাধীন পবন পুলকে বহিল ;
দুঃখের শৃঙ্খল খসিয়া পড়িল।

আমি—,
গভীর নিদ্রার ঘোরে
দেখিলাম প্রাণ ভরে
অদ্ভুত স্বপন এই, স্বপন নিশ্চয়—
কোথা সেই আর্য্য জাতি, কোথা সমুদয় ?-
শান্তির কোমল কোলে
নিদ্রা যায় কুতূহলে,

ভারতীয় আর্য্যগণ জীবন-গৌরব
অনন্ত নিদ্রায় আজি নিদ্রাগত সব।

হায় কোথায় সে সব ?
সেই পূর্ব্বের গৌরব ;
কালবশে সমুদায় গিয়াছে ভাসিয়া,
ভারতের সুখতারা গিয়াছে নিবিয়া।
নিষ্প্রভ নয়ন তারা,
সদা বহে শতধারা,
স্বজাতির দুঃখরাশি করিয়া স্মরণ,
চন্দ্র সূর্য্যবংশ তাই নির্জ্জীব এখন !

বিজাতীয় পদতলে
ভাসিয়া নয়ন জলে,
কাতরে বসিয়া ওই করিছে রোদন
ভারতের রাজলক্ষ্মী আদরের ধন।
ওই ভাগিরথী তীরে,
ওই জাহ্নবীর নীরে,
সকল(ই) পুড়িয়া ক্রমে হলো ভস্মময়
জাতিত্ব, একতা, বল ধুয়ে হলো লয়।

কলঙ্কী সন্তানগুলি,
আপন গৌরব ভুলি,

কিবা সুখে রহিয়াছে জীবন ধরিয়া
জননীর অবনতি নয়নে হেরিয়া।
এবে—,
পবিত্র জাহ্নবী তীরে
কোষা কুশি করে ধরে
একত্র হইয়া সবে করে রে তর্পণ,
পূর্ব্ব পুরুষের যশঃ করিয়া স্মরণ।

একতায় পাবে বল ;
ঈশ্বর করি সম্বল
নিবারিবে ভ্রাতৃগণ মাতার যাতনা—
তোমাদের কাছে এই করি হে কামনা।
ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলি
এক বলে হয়ে বলী
জপ সবে এক মনে জাতীয় উন্নতি ;
স্বদেশের হিতব্রতে হও ভাই ব্রতী।

মোহ-স্বপ্ন।

" Was it a vision, or a waking dream ?"
J. Keats.

কেমনে ভুলিব প্রিয়, সে সুখ-যামিনী,
সেই মধুর স্বপন,
সেই আত্ম বিস্মরণ,
স্মরিলে এখন নাচে নিৰ্জ্জীব পরাণী!

রোগেতে কাতর অঙ্গ, ক্ষীণ কলেবর,
মুদ্রিত নয়ন দ্বয়,
সকলি আঁধার ময়,
আঁধার জীবন-দীপ, অচল অন্তর।

ভুলিয়া সংসার দুঃখ, ভুলিয়া আপন—
শয্যাসনে মিশাইয়া—
নিদ্রাকোলে লুকাইয়া,
ছিলাম রোগের মোহে হয়ে অচেতন।

জীবনের তারগুলি আছিল বিকল,
না চলে ধমনীচয়,
শোণিত নাহিক বয়,
নিদ্রিত জীবন-যন্ত্র, নীরব অচল।

নীরব ধরণীতল, নিদ্রিত সংসার,
ভুলিয়া শোকের জ্বালা,
ভুলি জীবনের খেলা
সকলি নিদ্রিত এবে, শান্তির আধার।

রোগ, মোহ, অচেতনে দেখিনু স্বপন,
নাচিল ধমনী গুলি,—
শোণিত প্রবাহ খেলি,
জাগিয়া উঠিল মম, নিদ্রিত জীবন।

একটী কল্পনা চিত্র বিদ্যুতের প্রায়,
দেখিলাম স্বপ্নাবেশে,
আঁধারে খেলিছে হেসে,
স্নেহের আলোকে যেন আবরি আমায়।

বিগত শতেক আশা ফুটিল তখন,
অচঞ্চল চিত্রখানি,
যেন প্রভাময় মণি,
নিরখিয়া ভুলিলাম জীবন আপন।

আঁধার খনির গর্ভে সে রতন হায়,
ফুটিয়া আলোক দানে,
কেন বা ভুলিল প্রাণে,
নারিনু বুঝিতে কেন, মোহিল আমায়।

কেন আজ স্বপ্ন তুমি, ছলিছ আঁধারে ?
কেন এই নিদ্রা ঘোরে,—
হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
জ্বালিতেছ আশা-দীপ, নিরাশ সংসারে।

জীবন শোণিত সনে ক্ষুদ্র বিন্দু প্রায়,
যে একটী আশা আলো
নিরাশায় নিবেছিল
সে কেমনে অকস্মাৎ হ'লো প্রভাময় ?

যেই আশা সযতনে জীবনে আমার,
মিশিয়া নিদ্রিত প্রায়,
ছিলরে নিবিয়া হায়,
কেন স্বপ্ন চিত্রিতেছ মূর্ত্তি ছলনার ?

জীবন-আকাশ মম তিমিরে আবৃত,
একটী নক্ষত্র নাই,
ক্ষীণজ্যোতি নাহি পাই,
অন্ধকারে দীর্ঘ দিন হইয়াছে গত।

অনিশ্চিত জীবনের আশার স্বপন,
ক্ষণেকে তরঙ্গ তুলি,
চিন্তার লহরীগুলি,
ভাসাইল, নাচাইল, বিষাদিত মন।

কম্পিত অবশ অঙ্গ, অন্তর আমার,
প্রকম্পিত শিরাচয়,
শোণিত ছুটিয়া বয়,
ছিন্ন তন্ত্রী জীবনের বাজিল আবার।

উছলিত হ'লো মম, চিত্ত-সরোবর,
একটী রশ্মির ভরে,
সুন্দর লহরী ধরে,
খেলিতে লাগিল এই বিশুষ্ক অন্তর।

জীবনের ইতিহাস দুঃখের কেবল,
নাহি বিন্দু সুখ আশা,
কেবল নিরাশ তৃষা—
দুঃখের কণ্টকপূর্ণ হৃদয় কোমল।

সেই বিষাদের মাঝে আজি এ স্বপন!
আজি এই চিত্র হেরি,
কেমনে প্রত্যয় করি,
সেই চিত্র এই মম আশার সৃজন।

সেই নিরমল ছবি, আজিরে আমার,
ভাবিতে শকতি নাই,
সুখেতে ডুবিয়া যাই
হৃদয় ভরিয়া পাই আনন্দ অপার।

সেই চিত্র, এই চিত্র, ভাবিয়া অন্তরে
নয়ন মেলিনু যবে,
স্বপন মায়ার রবে,
শুনাইল, দেখাইল, সে মূর্ত্তি আদরে।

জীবন্ত সঙ্গীতময় সে ছবি সুন্দর,
হেরিনু নয়ন-ভরে,
প্রীতি পূরিত অন্তরে
রহিনু বিমুগ্ধ প্রাণে, কাঁপি থর থর।

সঙ্গীত তরঙ্গ বহি লহরে লহরে,
ডুবাইল, ডুবিলাম,
এ সংসার ভুলিলাম,
বিসর্জ্জিনু সমুদয় সে মধুর স্বরে।

চমকিনু মোহ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল যখন,
সেই আমি, সেই সব,
সেই বিনাদের ভব,
সেই অন্ধকার, সেই নিরাশ জীবন।

চাহিলাম পূর্ব্বদিকে, প্রভাত তপন,
নব রশ্মি জাল দিয়া,
ধরণীকে ভাসাইয়া,
উঠিতেছে ধীরে ধীরে হাসিছে গগন।

হে চন্দ্র।*

সুদূর গগনে থাকি,
ধরণীতে নেত্র রাখি,
ক্লান্তিতে কি পাংশুবর্ণ বদন তোমার?
ভ্রমিতেছ দিন দিন,
সদা সহচর হীন,
বিভিন্ন প্রকৃতি যত তারকা মাঝার।

* Shelly's "Address to the Moon." অনুকরণ করিয়া লিখিত।

ক্ষীণ তনু নিতি নিতি,
লোচনে নাহিক জ্যোতি,
হৃদয়ের অবিচল প্রেম যোগ্য ধন
না পাই খুঁজিয়া নভে, ভ্রম অনুক্ষণ।

প্রিয় ফুল

"Ah! May'st thou ever be what now thou art,
Nor unbeseem the promise of thy spring,
As fair in form, as warm yet pure in heart."

Lord Byron.

প্রভাত জীবনে—
হৃদয় কাননে—
ফুটিলে যখন কুসুম প্রিয়,
মোহিত নয়নে
চাহি তব পানে
ভুলিনু শতেক অসুখ স্বীয়।

সুন্দর চন্দ্রমা
অতুল গরিমা
কিরণে তোমায় সৃজিয়া যেন
অবনী ভিতরে
আনিল আদরে
কুসুম আকারে রাখিল হেন।

সুশোভা বিহীন
আমার উদ্যান

তাহাতে শান্তির কুসুম তুমি,
সরল সুন্দর
কোমল নিথর
ফুটেছ উজলি জীবন-ভূমি।

আদর পবনে—
সোহাগের সনে—
হাসির হিল্লোলে ভাসায়ে মন,
হেলিয়া দুলিয়া
সুখেতে গলিয়া
ক্ষুদ্র বৃন্তে তুমি খেল যখন;

সে শোভা হেরিয়া
আপন ভুলিয়া
অতৃপ্ত-জীবন তোমার সনে,
বিনিময় করি,
যন্ত্রণা পাসরি
বাল্যসুখ সব উথলে মনে।

আমার জীবনে
বাল্য সুখসনে
ছিল রে হাস্যের বিমল বিভা,
কৈশোর স্বপনে
এক নিশি সনে
মিলাইল হায় সে সুখ প্রভা।

এবে অন্ধকারে—
অনন্ত সংসারে—
হাসিয়া কাঁদিয়া যাইছে দিন,
তোমারে হেরিয়া
সকল ভুলিয়া
নিরাশায় আশা সৃজেছ হেন।

কত শতবার
তুমি ফুলহার
কণ্ঠেতে দুলিয়া শীতল যবে,
মধুর পরশে
প্রতির উল্লাসে
স্বরগের শোভা নিরখি ভবে।

পবিত্র জীবন
অনন্ত শোভন
ধরার মালিন্য তাহাতে নাই ;
যশের সৌরভে
ফুটিও এ ভবে
পূর্ণ শোভা যেন দেখিতে পাই।

উজলি সংসার
কুসুম আমার
ফুটিয়া যখন শোভিবে ধরা,

পুলক পরাণে
হেরিব নয়নে
দেখিব সকলি আনন্দ ভরা।

অভাব আমার
থাকিবে না আর
তোমার সৌরভে জুড়াব মন
চঞ্চল সমীরে
দেশ দেশান্তরে
গাইবে তোমার সুযশ ঘন।

উপহার।

বড় ভালবাসি তব হসিত মূরতি,
তোমার মধুর হাসি—
তরল কৌমুদী রাশি,
আলোকিত করিয়াছে জীবন আমার,
ও হাসি নয়নে মম ভাসে অনিবার।

ত্রিদিব সঙ্গীত মাখা সুন্দর আনন,
তাহাতে জ্ঞানের ভাতি—
বিকাশিছে দিবা রাতি—
প্রতিবিম্বে উজলিয়া আমার হৃদয়—
জীবন-প্রবাহে তাহা অবিরাম বয়।

শোভার উচ্ছ্বাসে প্রাণ দিয়াছি ভাসায়ে,
কিবা আছে, কিবা আর—
দিব প্রিয় উপহার ?
ভালবাসা,—নিরন্তর তোমার চরণে—
দিয়াছি ঢালিয়া প্রতি নিশ্বাসের সনে।

ভালবাসি, এই তার ক্ষুদ্র নিদর্শন,
আজি সখে, প্রীতিভরে—
অর্পিনু তোমার করে—
সুশোভা বিহীনা লতা, লও হে হাসিয়া,
নিরখিব মুখ-শোভা আনন্দে ভাসিয়া।

প্রকৃতি প্রণয়ী।*

যখন গগনোপরে,
ইন্দ্রধনু শোভা করে,
নিরখি হৃদয় মম উঠে রে নাচিয়া,
এইরূপ শিশুকালে,
হাসিতাম কুতূহলে,
বরষের সনে সুখ যায়নি ভাসিয়া,
জীবনের শেষ দিনে,
হাসিব এমনি মনে,

* Wordsworth বিরচিত—
"My heart leaps up" &c. অবলম্বন করিয়া এই কবিতা লিখিত হইয়াছে।

নতুবা মরণ যেন পরশে আসিয়া,
　　শিশু মানবের পিতা,
　　জগতের শিক্ষা-দাতা,
জীবনের দিন মম প্রকৃতির সনে
যেন রে গাঁথিয়া যায় প্রণয়-বন্ধনে।

সব বর্ত্তমান।

১

　　আজি সব বর্ত্তমান,
　　জুড়ায়েছে মন প্রাণ,
ভুলিয়াছি ভূতকাল,—নাহিত স্মরণ,
ভবিষ্যৎ যেন এবে বিস্মৃত স্বপন।
　　আজি এ নূতন ভব
　　আমার সম্মুখে সব,
স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল করে রচিত সংসার,
এ রাজ্যে কেবল শুধু মম অধিকার।

২

　　বিকশিত পুষ্পময়—
　　বর্ত্তমান সমুদয়,
মন্দ সমীরণ সহ সৌরভ তাহার
সদা মিশিতেছে হাসি হৃদয়ে আমার
　　কলকণ্ঠ পিকগণ
　　ঢালিতেছে অনুক্ষণ

তরল অমৃত ধারা শ্রবণ ভরিয়া,
সে গীত শোণিতে মন যাইছে বহিয়া।

৩

শিরোপরি নীলিমায়
হাসি নিত্য শোভা পায়
উজ্জ্বল প্রভাত ভানু, কিন্তু স্নিগ্ধকর,
উত্তাপে কখন দগ্ধ করে না অন্তর।
প্রখর মধ্যাহ্ন-কালে
শীতল কিরণ জালে
আবরিত হেরি সব, মধুর ছায়ায়
বসিলে দিবসে চিত্ত আনন্দে জুড়ায়।

৪

ডুবিলে সে দিবাকর—
হাসাইয়া নীলাম্বর
আবার শশাঙ্ক তথা উঠে প্রীতি-ভরে,
অযুত নক্ষত্র ফুটে সে নির্ম্মল করে।
কিরণ-প্রপাতে ভাসি
শোভায় সৌন্দর্য্যরাশি
মধুরে মিশিয়া, প্রাণ জুড়ায় আমার,
নিশীথ কিরণে সিক্ত করি বার বার।

৫

তরল জ্যোছনা লয়ে
কল্পনায় মিশাইয়ে

চিত্রে কত সুখ ছবি, প্রতি বর্ণে তার—
হেরি শোভাময় ইন্দ্রধনুর সঞ্চার।
　　আমার জগত ভরে
　　রহিয়াছে দীপ্তিকরে
দুইটী আত্মার ছায়া, চির-সম্মিলনে,
অনন্ত পিপাসা ঢালি উভয় জীবনে।

৬

　　সব সুখ বর্ত্তমান
　　মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রাণ
গাইছে মিলিত গীত, সে সঙ্গীত স্বর
প্রবেশিছে হৃদিযন্ত্রে কাঁপি থর থর।
　　দুই চিত্ত এক তানে
　　আলিঙ্গিছে প্রাণে প্রাণে,
উথলিয়া প্রণয়ের মধুর স্বপন—
সিঞ্চিছে অমৃত ধারা সুখে অনুক্ষণ।

৭

　　বিন্দু বিন্দু বারিধারা
　　প্রণয়ে পাগল পারা
উচ্চদূর শৈল হতে সজোরে নামিয়া
বহে আসে যবে নদী সব ভাসাইয়া,
　　তেমতি উভয় চিত
　　স্নেহভরে উন্মাদিত
হইয়াছে, আজি পূর্ণ মিলন তাহার,
বাধা কি বিপত্তি এবে নাহি মানে আর।

৮

প্রেমমুগ্ধা স্রোতস্বিনী
চিত্ত বেগে উন্মাদিনী
মিশিছে আবেগ সহ প্রীতি পারাবারে,
প্রতিকূল বাত্যা নাহি ফিরাইতে পারে।
হৃদয় তরঙ্গ তার,
ভাসাইয়া চারি ধার
ছুটিছে চঞ্চল সুখ সমীর সহিত,—
আনন্দ উচ্ছ্বাস ভরে হইয়া মোহিত।

৯

প্রণয় লহরীগুলি
মিলনে জগত ভুলি
আলিঙ্গিছে পরস্পরে, প্রতি আলিঙ্গন
প্রবাসীর স্বপ্নে যেন সুখ সম্মিলন।
বিরহ ব্যথিত প্রাণে
স্বপ্নে প্রিয় সম্মিলনে,
জাগে কত মোহ চিত্র অন্তরে তাহার,
মায়ার কুহকে মুগ্ধ হয়ে বার বার।

১০

বহুদিন দূরে দূরে
হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
ছিল যেই আশা স্বপ্ন, প্রবাহ তাহার
খেলিছে প্লাবিয়া আজি জীবন দোঁহার।

তথাপি পূরেনা আশা,
প্রাণ-পূর্ণ ভালবাসা,
এই প্রণয়ের নাম আত্মার বিকাশ,
এ স্বর্গীয় ভালবাসা অনন্ত উচ্ছ্বাস।

১১

প্রতিবার দরশনে—
নূতন আবেগ মনে
পড়ে উছলিয়া, প্রতি দৃষ্টির সহিত
আনন্দে মিশিয়া যায় বিকম্পিত চিত।
জীবন নিশ্বাস সহ
প্রকাশিছে অহরহ—
অস্থির হৃদয়ে, প্রতি সুখ-পরশনে—
প্রত্যেক শোণিত বিন্দু কাঁপে ব্যগ্র মনে।

১২

কত চিন্তা ফুলসম
ফুটেরে অন্তরে মম
আশার কিরণে, প্রিয় কল্পনা আবার
প্রীতির সুবর্ণ রঙ্গে রঞ্জে বার বার—
জীবনের সাধ শত,
উষার অরুণ মত
হেরি সুকুমার শিশু বদন তাহায়,
লোচনসম্মুখে যেন নাচিয়া বেড়ায়,

সেই মুখ নিরখিয়া
স্নেহের আলোক দিয়া
প্রতিকৃতি লই তার হৃদয় মাঝারে,
ভাসে প্রিয় ছায়াচিত্র জীবন-সাগরে
বাসনা তরঙ্গ সনে—
নাচায়ে আনন্দমনে—
দুই জীবনের ঢেউ,—একই সময়—
ভবিষ্যৎ আশাপথে একভাবে বয়।

১৩

স্বপ্নময় এ সংসার
কিছুত নয়নে আর
পাই না দেখিতে, সব সুখের কিরণ,-
আশা, ইচ্ছা, হৃদয়ের অনন্ত মিলন।
চঞ্চল অন্তর ভরি—
সদা অনুভব করি—
আজিকার এই দিন, সম্পদ এমন
মানব-জীবনে কার হয় না কখন।

১৪

ভাগ্যের অম্বরে আজি—
বিমল বিভায় সাজি—
ভাতিছে জীবন-রবি, প্রতিভা তাহার
প্রতিবিম্বে বিভাসিছে হৃদয় আমার।

নৈরাশ্য লোচন দিয়া
সিক্ত করিতে হিয়া—
বহে না এখন, শান্তি, চিত্ত-সরোবরে—
ফুটায়েছে সুখপদ্ম সৌভাগ্যের করে।

১৫

চাহিলে আকাশ-গায়
নেত্রে মম শোভা পায়
বর্ত্তমান প্রিয়চিত্র, আনন্দে আবার
ফিরায়ে ধরায় আঁখি হেরি বার বার
সেই ছবি, সেই হাসি,
সেই সৌন্দর্য্যের রাশি,—
সেই স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় বদন-চন্দ্রমা,
সেই চিন্তা-বিকাশক হৃদয়-গরিমা।

১৬

আকাশে নক্ষত্র আছে,
বারি-কোলে উর্ম্মি নাচে,
কুসুম সুরভিময়, শশধরে হাসি,
প্রদীপ্ত অরুণে সদা তীব্র কর-রাশি,
দামিনী বারিদ-কোলে,
তরু কণ্ঠে লতা দোলে,
ছায়া শীতলতাপূর্ণ, সমীরে জীবন,
তেমনি এ ভালবাসা—আত্মার মিলন।

শোভার মাধুরী যত—
একভাবে পরিণত—
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হেরি বদনে তাহার,
প্রণয়ের ইন্দ্রজালে ঢাকিয়া আবার
কত দৃশ্য মনোহর—
হৃদয়ের মোহকর—
দেখায় সে চারু ছবি, সজীব শোভায়
কম্পিত অন্তর মম ভাসিয়া বেড়ায়।

১৭

দেবের সঙ্গীত সম
তার কণ্ঠ নিরুপম,
তরল কৌমুদী যেন সহস্র ধারায়—
বরষি জীবন সদা শীতলিয়া যায়।
পুলকে শ্রবণ পাতি—
শুনি সুখে দিবা রাতি—
প্রাণের ভিতর,—সেই প্রিয় কণ্ঠস্বর,
যে গীত পরশে আত্মা হয়েছে অমর।

১৮

অনন্ত আত্মার সহ—
জ্যোতিপুঞ্জে অহরহ—
ভ্রমিবে এ স্বর, আমি হৃদয় সহিত—
সে লোকে করিব পান এ সুখ-সঙ্গীত

বসি দিব্য চন্দ্রকরে
হেরিব নয়ন ভরে
এ চিত্রের প্রতিছায়া, জীবন আমার
রাখিবে অন্তরে পূর্ণ প্রতিদান তার।

১৯

ভবিষ্যৎ পথ চাব
আশায় দেখিতে পাব
অজানিত কত শোভা,—প্রতিভা তাহার
রঞ্জিয়া জগত-চিত্তে যাবে শতবার,
কল্পনা-কুসুমগুলি
নিরজনে তুলি তুলি
রচিব মানস-রাজ্য, যাহার ভিতর
বিরহ তিলেক নাহি করিবে অন্তর।

হৃদি-তন্ত্রী প্রতীক্ষায়
কভু কাঁপিবে না, হায়,
চঞ্চল নয়ন তুলি গগনের পানে
ভাবিব না দরশন-ব্যাকুলিত প্রাণে,
অনন্ত মিলনে ভাসি
ঢালিয়া রজত হাসি
ভাতিবে একই চন্দ্র, জীবনের সনে
বহিবে শান্তির বায়ু সুখ-পরশনে!

আজি বর্ত্তমান লয়ে
পুলকে বিমুগ্ধ হয়ে
ভুলিয়া সংসার সদা এম্‌নি থাকিব,
আরাধ্য দেবতা পদে হৃদয় ঢালিব,
ভক্তিপ্রেমে শতবার,
করি উপাসনা তাঁর,
আত্ম-বিসর্জ্জনময় এ পূজার সনে
করেছি উৎসর্গ সব তাঁহার(ই) চরণে।

২১

চিন্তা, আশা, স্বপ্ন, সুখ,
আনন্দে ভরিয়া বুক
পূজা করে অনুদিন, অতৃপ্ত পূজায়
জীবন, হৃদয়, আত্মা মিশাইয়া যায়।
আর কিছু নাহি চাই
বর্ত্তমান যেন পাই—
আঁধারিত ভবিষ্যতে, এই বাসনায়-
বাজাব জীবন-বীণা নীরব ভাষায়।

২২

আজি সব বর্ত্তমান,
জুড়ায়েছে মন, প্রাণ,
বিগত দিনের কথা জাগে না অন্তরে,
ভুলিয়াছি ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্ন ঘোরে,

বিষাদের ছায়াময়
নহে এই দিনচয়,
শান্তি, প্রীতি, এক সনে অনন্য কিরণে—
বিরাজিছে স্থিরভাবে প্রণয় মিলনে।

জাহ্নবী সৈকতে—।

(নিরাশ যুবক)

"Alas! I have nor hope nor health,
Nor peace within nor calm around."

P. B. Shelley.

আজি আমি—
ভাগীরথি! তব তীরে—
আসিলাম ধীরে ধীরে,
তোমার পবিত্র নীরে অশ্রু মিশাইয়া—
কাঁদিতে ক্ষণেক মাতঃ, নীরবে বসিয়া।
তুমি সতী দয়াবতী—
পর-দুঃখে দিবা রাতি—
কাঁদিতেছ একাকিনী মৃদু কলকলে,
সাধ পর-উপকার রহিয়া বিরলে,

ছাড়ি প্রিয় নিকেতন,
ছাড়ি স্নেহ পরিজন।
তাই আসিয়াছি আমি নিকটে তোমার—
কহিতে মনের দুঃখ অনন্ত, অপার।

ভ্রমিয়া সংসার হায়!—
আজি উদাসীন প্রায়,
শূন্যমনে,—শূন্যপ্রাণে, কাঁদি অবিরত,
অজানিত শোক দুঃখে হৃদয় ব্যথিত।

আত্ম বন্ধু পরিবার—
সকলি আছে আমার,
আছে মাতঃ, শৈশবের সুখের ভবন,
কিন্তু আজি নহে তাহা হৃদয়-রঞ্জন।
এ যাতনা নিবারিতে—
কেহ নাহি অবনীতে,
সকলি স্বার্থের দাস, স্বার্থের ধরণী—,
নিজ সুখে মুগ্ধ নর দিবস রজনী।

নিদাঘ-উত্তাপে পুড়ি—,
তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি,
সুশীতল ছায়া খুঁজি আশ্রয় কারণ—
জুড়াইতে দুঃখময় তাপিত জীবন।
অনশনে, অনিদ্রায়,
দুর্ব্বল শরীর হায়!
প্রতি পদার্পণে আমি কাঁপি থর থর,
নিরাশ লোচনে চাহি অবনী, অম্বর।

ধূ ধূ করে চারিধার,
জ্বলে বহ্নি অনিবার,

দৃষ্টির সীমায় আশা দেখিতে না পাই,
শূন্য দৃষ্টি পুনর্ব্বার ভূতলে নামাই।

জীবন সম্বল নাই—,
অভাব সকল ঠাঁই,
সুখের যৌবন ঘোর নৈরাশ্য আঁধার,
কোথায় জুড়াব দগ্ধ অন্তর আমার!

শৈশব-বাসনা যত,
যৌবনের আশা শত,
কিছু নাই, শূন্যময় আমার অবনী,
বিষাদ লোচনে ঝরে দিবস রজনী।

নীরব যাতনাময়—
জীবনের দিনচয়,—
গিয়াছে বহিয়া, আর সহে না এখন,
অগ্নিময় ভবিষ্যৎ,—জানি না কেমন।

পারি না সহিতে আর,
হৃদয়ের গুরুভার,
নিষ্প্রভ জীবন-দীপ, ক্ষীণ অতিশয়,
আপন নিশ্বাস বেগে নিবু নিবু হয়।

তরবারি পরশিয়া—
জুড়াব ব্যথিত হিয়া,
তোমার পরশে নব জীবন লভিব,
পবিত্র চরণে আজ আশ্রয় লইব।

সংসার কেমন স্থান,
নাহিক তোমার জ্ঞান,
মানব জীবন হায় কত দুঃখময়—
নীরবে কতই তারা দিবা নিশি সয়।

তুমি দেবি নিজ মনে—
উচ্ছ্বাসি পবন সনে—
কাঁদ উচ্চকণ্ঠে শূন্য গগন বিদারি—
তরঙ্গ তোমার বক্ষে পরদুঃখ হেরি।

সুরলোক-নিবাসিনী—
স্বয়ম্ভু-শির-শোভিনী,
বিশ্বনাথ আদরেতে মাথায় লইয়া—
ছিল সদা তব প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া।

সেই উচ্চ স্থানে থাকি—
জগতের দুঃখ দেখি,
বিগলিত হ'লো তব তরল অন্তর—
অশ্রু হ'য়ে পড়িলে গো ধরণী উপর।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুগুলি—
ক্রমেতে তরঙ্গ তুলি—
ব্যাপিল ভারত-ভূমি, জুড়াল জীবন,
পতিতপাবনী তুমি বিদিত ভুবন।

অধম সন্তান বলি,
লও মা হৃদয়ে তুলি,

তব মুখে আর্য্য-কীর্ত্তি করিব শ্রবণ,
সে কালের কথা মাতঃ, আছে কি স্মরণ ?

সে কালে,—

প্রভাতে তোমার তীরে,
গাইত আনন্দে ধীরে,
পবিত্র ঈশ্বর নাম, মুদিত নয়ন,
ভকতিপ্লাবিত চিতে আর্য্য ঋষিগণ।

যবে পূর্ব্ব দিকে রবি—
প্রকাশি কিরণ ছবি
হাসিয়া তোমার তীরে হইত উদয়,
তরুণ অরুণরূপে মোহিয়া হৃদয়।

আর্য্য সামবেদ গানে—
সমীর উচ্ছ্বাসপ্রাণে—
তুলিত তোমার বক্ষে ঊর্ম্মিমাল্যচয়,
স্বরগ মরত করি প্রতিধ্বনিময়।

আর্য্য ঋষিকন্যাগণ,
পবিত্রতা-নিদর্শন,
পুষ্পহারে তব তীর নিত্য সাজাইত,
সংসার ভুলিয়া দেবি, তোমাকে পূজিত।

আবার সায়াহ্ন কালে—
রক্তিম বরণ-জালে

আবরি তোমার তীর বিমল শোভায়—
অস্তাচলে যেত ভানু শিথিল বিভায়।

সুদূর অম্বর-ভালে
শশধর বিকাশিলে
হইত তোমার নীর প্রতিবিম্বময়,—
নয়নরঞ্জন ছবি মোহিত হৃদয়।

স্মরিলে সে সব কথা,
বাড়ায় দ্বিগুণ ব্যথা,
মুহূর্ত্ত আপন দুঃখ হই বিস্মরণ,
স্মৃতিনেত্রে সেই দিন করি দরশন।

আজি রবি, শশী, তারা,
ভারত-অম্বরে যারা—
রহিয়াছে, মৃতপ্রায় হইয়া এখন,
সে সকল হায়! মাতঃ, শোক-নিদর্শন

এবে, তারা,—

প্রকৃতি-আজ্ঞায় নিত্য,
উদিত, মুদিত সত্য—
হইতেছে, কিন্তু নহে হৃদয়-মোহন,
স্বাধীন এ আর্য্যভুমি নাহি মা, এখন।

আর্য্যের সমাধি-ক্ষেত্রে—
শোক-অশ্রুপূর্ণ নেত্রে—

কাঁদিছে নীরবে ওই ভারত সন্তান,
অনাদরে, অপমানে ব্যথিত পরাণ।

আর,—

তোমার সৈকতে কত—
ভারত-মহাত্মা শত—
ওই শ্মশানেতে সব হ'লো ভস্মময়,
তব বালুকায় রাখি পরমাণুচয়।

অনন্ত বালুকা-রাশি,
পরমাণু সহ মিশি—
আজিও তোমার তটে রয়েছে পড়িয়া,
রহিবে অনন্ত কাল, অনন্তে মিশিয়া।

স্মরিব না তাহা আর,
ভাসাব দুঃখের ভার—
তোমার পবিত্র নীরে জীবন ত্যজিয়া,
অনন্ত যাতনা আজ যাইব ভুলিয়া।

আনন্দে ত্যজিব প্রাণ,
হবে সব নিবারণ,
আর্য্য ঋষিগণ সনে হইব মিলিত,
তাঁদের সহিত অন্তে ভ্রমিব নিয়ত।

তাঁহাদের চিন্তা দিয়া—
অভাগা জুড়ায় হিয়া,

জীবিতে মৃতের সনে করি সহবাস,
তাঁদেরি নিশ্বাসে বহে আমার নিশ্বাস।

শেষ কৃতজ্ঞতা আজি,
অশ্রুতে কপোল ভিজি—
হের এই পড়িতেছে তোমার হৃদয়ে,
কত চিন্তা, কত আশা, জড়িত হইয়ে

গুরুজন তব পদে—
ভকতি-প্লাবিত হৃদে—
প্রণমি, চির বিদায়, ফিরিব না আর,
দুঃখের কণ্টকময় গৃহেতে আবার।

সমীরণ সুখভরে—
এ বার্ত্তা বহন করে—
যাও হে স্বদেশে তুমি বলিও তথায়,
অভাগার চিহ্ন আর নাহিক ধরায়।

ব'লো সেই অভাগীরে—
সদা ভাসে নেত্রনীরে,
বলিও তাহারে তুমি, ব'লো সমীরণ,
অভাগা জাহ্নবী-নীরে ত্যজিল জীবন।

কাঁদিতে জনম তার,—
সাধ্য নাহি অভাগার—
মুছাইতে এক বিন্দু, জীবনে কখন,
পারি না সহিতে আর হৃদয়-দহন।

এ জীবনে কভু আর,
ঘুচিবে না দুঃখভার,
নির্জ্জন নিশীথে নিত্য নীলাম্বর-তলে,
ভাসিব কতই আমি নয়নের জলে ?

বলিতে বলিতে ধীরে,—
যুবক জাহ্নবী-তীরে—
দাঁড়াইল ভাগীরথী-হৃদয়ে যেমন—
পড়িবে, কাঁপিল বক্ষ, কাঁপিল চরণ।

"আত্মহত্যা" ! এই স্বর,
হৃদয়-ব্যথিত-কর,
পশিল শ্রবণে, চিত্ত হইল অচল,
ঘুরিল মস্তক তার, ঘুরিল সকল।

সেই অজানিত দেশে,
সকলেই অবশেষে—
নীরবে চলিয়া যায় সংসার ছাড়িয়া,
পুনরায় কেহ আর আসে না ফিরিয়া।

জ্ঞানের অতীত যাহা,
কেমনে জানিব তাহা,
আঁধার সকলি হায় ! কি করি উপায় ?
কাহার নিকট আজ লইব আশ্রয় ?

মরি কিম্বা বাঁচি হায় !*
এই প্রশ্ন পুনরায়,
কেন বা হৃদয়ে মম হইল উদয়,
ছাড়িতে সংসার কেন কম্পিত হৃদয় ?

আমি,—

সাহিত্য-বিজ্ঞান-ভরা,
এই রমণীয় ধরা,
পরিহরি অন্ধকারে হব না মগন,
রহিব সংসারে, মন করিনু বন্ধন।

যাব আমি হিমগিরি,
জীবন শীতল করি,
একাকী নির্জনে দিন করিব যাপন,
সুন্দর প্রকৃতি-শোভা জুড়াবে জীবন।

মানব-বদন আর,
নেত্রে সহে না আমার,
জড় জগতের শোভা করি দরশন,
আনন্দে মোহিবে মম তৃষিত নয়ন।

প্রণমি জাহ্নবী-পদে,
যুবক চঞ্চল হৃদে,
হিমাচল অভিমুখে করিল গমন,
নিরাশার অশ্রুবিন্দু করিয়া মোচন।

* "To be, or not to be, that is the question" Hamlet.

সাধ পূরিল না।

" জনম অবধি হাম রূপ নিহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

অতৃপ্ত অন্তর—
বরষ বরষ ধরে হেরিনু তোমায়,
অনন্ত পিপাসা মম, তব শোভা নিরুপম,
পান করি অনুদিন, সাধ না পূরিল,
যত দেখি তত কেন, হৃদয় অস্থির হেন,
নিরখি, নিরখি সদা নব অনুরাগে,
প্রাণের ভিতর নিতি ওই মুখ জাগে॥

আমার নয়নে—
ভাতিছে আনন্দভরে ও মুখ সুন্দর,
যেই দিকে নেত্র পাতি, হেরি যেন দিবা রাতি,
বদন তোমার, আশা কভু না পূরিবে,
প্রতি প্রিয় দরশনে, নূতন উচ্ছ্বাস মনে,
ধমনীতে বহে উষ্ণ শোণিত-জোয়ার।
তব দরশনে চিত্ত বিহ্বল আমার॥

দিবস রজনী—
চিন্তায় মিশিয়া আছে তোমার মূরতি,
তুমি প্রিয় বিশ্বময়, সচঞ্চল নেত্রদ্বয়,
কিবা নীলাম্বর গায় কিবা ধরাতলে,

চাহিয়া চাহিয়া থাকি,   দৃষ্টির সীমায় রাখি,
প্রতি পলকের সনে যাও মিশাইয়া।
আবার, আবার, দেখি অতৃপ্ত হইয়া॥

অরুণ কিরণে—
হাসিয়া ভাসিয়া যায় আনন তোমার,
প্রতি রশ্মিকণা ভরে,   আবার নূতন করে,
প্রদীপ্ত লোচনে মম হওরে আসিয়া,
আনন্দে ধরিতে যাই,   এই আছ, এই নাই,
কোমল স্নেহের ছবি হৃদয় অন্তরে।
তারি প্রতিচ্ছায়া ভাসে জগত ভিতরে॥

নিশীথে একাকী—
নীল আকাশের তলে ভাবিয়া তোমায়,
নীরবে বসিয়া যবে,   নিস্তব্ধ, নিদ্রিত, ভবে,
সুদূর, দূর সমীরে সঙ্গীতের তান,
মধুরে মধুরে আসি,   হৃদয়ে প্রবেশে হাসি,
শুনি সেই সুধাস্বর চাহি চারি ধার।
শরীরী সঙ্গীত তুমি নয়নে আমার॥

নীলিমা সাগরে—
অযুত তারকা মাঝে পূর্ণ শশধর,
শ্রাবণের ধারামত,   রজত কৌমুদী যত,
নিশীথে ঝরিয়া যবে পড়ে বসুধায়,

সৌন্দর্য্য বিমুগ্ধ প্রাণে, চাহিয়া সে শোভা পানে,
শতবার দেখি তাহে তোমারি বদন।
সে দর্শনে চিত্ত স্থির হয় না কখন॥

নিদাঘ গগনে—
চল সৌদামিনী নাচে নবীন জলদে,
শোভার দামিনী হাসি, অতুল মাধুরী রাশী,
বিশ্ব চরাচর মুগ্ধ হেরিয়া তাহায়,
শূন্য দৃষ্টি, শূন্যে তুলি, জগত অস্তিত্ব ভুলি,
আমিও পুলকে চাহি অবনী অম্বর।
দূরে, শূন্যে, ভাতে যেন ও ছবি সুন্দর॥

বসন্ত-প্রকৃতি—
নব পল্লবিতা কুসুম কোমলা,
সুরভি চুম্বিত বায়, সৌরভ ঢালিয়া যায়,
মোহময় পিক কণ্ঠে সঙ্গীত উচ্ছ্বাস,
সে চারু ললিত তানে, আনন্দ প্রবাহ প্রাণে,
বসন্ত-প্রকৃতি গলে, আনন তোমার।
হেরি পুলকিত আঁখি-তৃষিত আবার॥

হৃদয় অন্তরে—
জড় প্রকৃতির সনে, কবিত্ব জগতে,
আছ তুমি সর্ব্বস্থানে, অনুভবে দিব্যজ্ঞানে,
দেখি সদা তব মুখ, সুদূর সীমায়,

শূন্যে শূন্যে যাও ভাসি. চাহিয়া চাহিয়া হাসি,
তৃষাকুল হৃদি মম, অনন্ত পিয়াস।
এ জীবনে হেরি হেরি পূরিবে না আশ॥

তোমার চিন্তায়—
বাড়ায় জীবনে শত সুখ অভিলাষ,
কল্পনায় মোহঝরে, হৃদয় প্লাবিত করে,
প্রীতির উচ্ছ্বাস স্বপ্নে ঢালিয়া অন্তর
ভাবি প্রিয়মুখ তব, অবনী, অম্বর সব
তোমার বদন ছায়া,—জীবন সম্বল!
তোমা মুগ্ধ চিত্ত, তবু সতত চঞ্চল॥

গভীর নিশায়—
নিদ্রার আবেশে ভুলি এ বিশ্ব সংসার,
তখন(ও) মানস-সরে, ভাস তুমি প্রীতি করে,
সুখের স্বপনে নিত্য তোমায় দেখিয়া,
চাহি শূন্য ঘর মম, আঁধারে কিরণ সম,
দীপ্তি পাও যেই দিকে প্রসারি নয়ন।
নিরখি কম্পিত প্রাণে তোমারি বদন॥

প্রবাসে যখন—
চিত্রিত আকাশতলে নীরবে বসিয়া,
সায়াহ্ন রক্তিম রবি, প্রকৃতির চারু ছবি,
নিরখিয়া, স্মৃতি নেত্রে মূরতি তোমার,

দেখি, সান্ধ্য শোভাসহ, যেন মিশাইয়া রহ,
তুমিময় সে প্রকৃতি, তথাপি অন্তরে
হয় নাই তৃপ্তি কভু ক্ষণেকের তরে ॥

অনন্ত বাসনা—
চিত্তে এমনি রহিবে ভাবিয়া তোমায়,
হৃদয়, নয়ন দিয়া, আজীবন নিরখিয়া,
পূরিবে না সাধ আর, সতত অস্থির,
অন্তিমে তোমার মুখ, হেরিয়া অসীম সুখ,
লভিব মরণে, কিন্তু জীবনে মিশিয়া
রহিবে অতৃপ্তি চির এমনি করিয়া ॥

জাহ্নবী সৈকতে—
দগ্ধ পরমাণু মম রহিবে যখন,
আমার শ্মশান-ভূমি, যদি কভু যাও তুমি,
তোমার চরণ-স্পর্শে পরমাণুচয়,
জীবন লভিয়া নব আনন্দে কাঁপিবে সব,
প্রতি পরমাণু কণা তোমার চরণ
চুম্বিবে অধীর হয়ে আবার তখন ॥

সে রাজ্যে যাইয়া—
অশান্ত দর্শন তৃষা রহিবে আত্মায়,
অনুদিন অনুভবে, প্রাণে প্রাণে সদা রবে,
কল্পনায় তব ছবি দেখিব নিয়ত,

অমর স্মৃতির কর, করিবে উজ্জ্বলতর,
মানসে আমার ওই সুন্দর বদন।
যতই হেরিব সাধ হবে না পূরণ॥

সাধের নলিনী।

" My Sister ! my sweet sister ! if a name
Dearer and purer were, it should be thine."

Lord Byron.

সাধের নলিনী—
দিবস রজনী—
সোহাগ মাখান বদন তোর—
হেরি নিতি নিতি,
শোভাময় ভাতি—
হৃদয়ে মিশায়ে হয়েছি ভোর।

উজল উজল—
নয়ন কমল—
ঢল ঢল সদা আদর ভরে,
চাহিলে যতনে—
সলাজ নয়নে—
কাঁপি পাতা দুটী অমনি পড়ে।

মৃদু মৃদু হাস,
আধ আধ ভাষ,
ভালবাসা যেন ধরে না আর,
সোহাগের ভরে—
সুকোমল করে—
জড়ায়ে নাশলো হৃদয় ভার।

আদর পবন—
পুলকে যখন—
কাঁপায় তোমার অলকগুলি,
হেরি শতবার—
জীবন আমার—
মোহিত পরাণে যাইলো ভুলি।

কি যেন, কি যেন,
ভাবিলো তখন—
বিগত সুখের জীবন মম,—
জাগি উঠে চিতে,
হেরি পুলকিতে—
ধরণী শোভার অলকা সম।

শৈশব জীবনে—
কুসুম কাননে—

তোর মত খেলা করেছি কত,
লতা, পাতা, দিয়ে,
জুড়াতাম হিয়ে,
সেদিন আমার হয়েছে গত।

তোর মত করি,
হাসি গলা ধরি
জননী-হৃদয়ে বদন রাখি,
বলিতাম কথা,
আছে মনে গাঁথা,
ভাবি আজি যাহা সজল আঁখি

বাল-সহচর—
শিশু সহোদর—
খেলিত যখন আমার সনে,
তার গলা ধরে—
কত সুখ ভরে—
আমিও হেসেছি পুলক মনে।

গাঁথি ফুল-হার—
দিনে শতবার—
দিতাম তাহার বিমল গলে,
হাসিয়া হাসিয়া,

সোহাগে মাতিয়া,
সেগুলো ভূষিত কতই বলে।

ভুলিতে নারিব—
নিয়ত ভাবিব—
শৈশব-সুখের জীবন মম,
কিবা মধুময়—
সদা মনে হয়—
ছিল রে সে দিন কুসুম সম।

বচন তোমার—
সুধার আধার—
ললিত বীণার গীতের মত,
শুনি লো যখন
হৃদয় তখন
শীতলিয়া, ভুলি অসুখ শত।

তুই লো নলিনী
জীবন-তোষিণী
সোদরা মৃণালে ফুটিলি যবে,
নব-আশা যেন—
আলোকিল মন—
নিরাশা জড়িত আঁধার ভবে।

যে আশা আমার—
পূরিবে না আর—
সে সব তোমার জীবনে দিয়া,
সদা সুখভরে—
আঁকি নিজ করে—
সুখময় ছবি, জুড়াই হিয়া।

ভাবি বার বার—
ভগিনী আমার—
বিষাদ রেখায় তোমার মন,
কভু না ঢাকিবে—
এমনি হাসিবে—
সুখের সমীরে দোলাবে ঘন।

তাপিত জীবনে—
সংসার কাননে—
রোগে, শোকে, নিতি নয়ন ঝরে,
তোর কাছে যাব—
হৃদয় জুড়াব—
বিনীত, কোমল, বদন হেরে।

সংসার তোমার—
সুখের আগার—

হউক, নিয়ত আশীষ করি,
সুযশে ফুটিয়া
চিত উজলিয়া
থাকলো, দেখিব জীবন ভরি।

কাল সহকারে—
সমীরণ ধীরে—
তোমার সুরভি মাখিয়া গায়,
যাইবে ছুটিয়া—
পুলকে মাতিয়া—
ভরিবে সংসার সৌরভ বায়।

সে সুখের দিন—
ভাবিয়া এখন—
নাচিছে হৃদয় পুলক ভরে,
সাধের নলিনী—
দিবস রজনী—
হেরিব সোহাগে এমনি করে

উদাসীন।

"My hopes are with the Dead anon
My place with them will be,
And I with them shall travel on
Through all futurity ;
Yet leaving here a name, I trust
That it will not perish in the dust." R. Southey

অস্তমিত প্রভাকর পশ্চিম গগনে,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা রশ্মি গুলি—
ছুটি ছুটি করি কেলি—
মিশাইছে ক্রমে ক্রমে সুনীল অম্বরে,
ফুটিছে তারকাবলী দীপ্তরশ্মি ধরে।

দূরাগত গীতিবৎ সান্ধ্য সমীরণ,
শ্রবণে মধুর স্বরে—
পশিছে যাতনা হরে,
মৃদু পদ সঞ্চালিয়া রজনী সুন্দরী,
আসিছে ধরণীতলে, দুঃখ সহচরী।

বিজন কুটীর দ্বারে যুবা একজন
বাম হস্তে দীপ লয়ে—
আছে শূন্য নিরখিয়ে,
ঈষৎ কাঁপিছে দীপ সমীর পরশে,
উড়িছে সুদীর্ঘ কেশ বদনের পাশে।

গম্ভীর প্রকৃতি শোভা হেরিয়া নয়নে
যুবার বিগত স্মৃতি
বিকাশিল ক্ষীণ জ্যোতি
অন্ধকার হৃদয়ের বিষাদ কন্দরে,—
জাগিল শতেক চিন্তা নিবিল অচিরে।

একটী সুদীর্ঘশ্বাস অশ্রুবিন্দু সনে—
বহিল, অস্ফুট স্বরে—
উচ্চারিল ধীরে ধীরে,
বিষাদ জড়িত শত দুঃখের কাহিনী
নিরজন কুটীরেতে হলো প্রতিধ্বনি।

ক্ষণেক নয়ন তুলি ক্ষীণ দীপ প্রতি,
চাহিয়া, কাতর ভাবে—
নিরাশা পূরিত রবে—
বলিল, আবার নিজ জীবন-সম্বোধি,
উথলিল যুবকের শোকের জলধি।

আর না, নিবিয়া যাও জীবন প্রদীপ,
কিবা কাজ অবনীতে,
ক্ষীণালোক প্রদানিতে,
সদা নিবু নিবু করি দুঃখের বাত্যায়,
কতকাল রবে বল এরূপ দশায়?

বিস্তৃত সংসারক্ষেত্রে এমন করিয়া
কত কাল রবে আর
সহিয়া নৈরাশ্য ভার,
বিষাদ জলদে ঢাকা ভাগ্যের অম্বর,
অদৃশ্য শোকের ঝড় বহে নিরন্তর।

নিবে যাও, নিবে যাক্ সকল যন্ত্রণা-
শান্তির বিমল সুখে,
থাক গিয়া পরলোকে,
নির্ম্মল আলোক তথা করিও প্রদান,
অমৃত ধারায় নিত্য তূষিয়া পরাণ।

সে রাজ্যে বিষাদ নাই, সদা সুখময়,
হাসির হিল্লোলে দুলি,
সুখেতে জীবন ঢালি,
স্বপনে বহিয়া যায় অনন্ত জীবন,
প্রণয়ে বিচ্ছেদ তথা হয় না কখন।

চন্দ্রকর বিনির্ম্মিত হসিত প্রাঙ্গণ,
চারি ধারে পুষ্প রাশি,
হাসিয়া বিমল হাসি,
হেলি দুলি খেলা করে সমীরণভরে,
সেই প্রাঙ্গণেতে জীব সুখেতে বিহরে

প্রফুল্ল কুসুম সম স্বর্গীয় বালক
অনন্ত জীবন লয়ে—
আছে রে অমর হয়ে,
সেখানে, জননী-কোল করিয়া উজ্জ্বল,
মা, মা, স্বরে সুধারাশি বর্ষি অবিরল।

অনন্ত মিলনে মুগ্ধ দম্পতী সেখানে,
প্রণয়ে বিভোর হয়ে,
নেত্র যুগ নিমিলিয়ে,
অনিবার নিরখিছে অতৃপ্ত অন্তরে,
তিল মাত্র অদর্শন নাহি পরস্পরে।

যাও তুমি সেই রাজ্যে জীবন প্রদীপ,
স্বার্থময় ধরাতলে,
কেবল দুখ সহিলে,
তাই বলি, অসময়ে যাওরে নিবিয়া,
থাকিওনা দিবানিশি এমন করিয়া।

কতকাল, কতদিন, আছে কি স্মরণ?
অসীম আশার বলে,
ভাসি উৎসাহ হিল্লোলে,
জ্বলে ছিলে এক দিন, বিমল প্রভায়,
সেদিনের ভাতি আজি লুকাল কোথায়।

সহসা কোথায় গেল, সে দিন তোমার ?
সে উজ্জ্বল কর মালা—
করেনা আর ত খেলা,
আজি এই অন্ধকারে একাকী নীরবে,
অনন্ত নিরাশা হায় কেমনে সহিবে !

কার পথ প্রদর্শন করিবার তরে,
আছ তুমি ধরাতলে,
ভাসি নিত্য অশ্রুজলে,
নিবিয়া নিবিয়া জ্বল কাহার কারণে ?
কার লক্ষ্য হয়ে তুমি আছ এ বিজনে ?

সংসার সাগরে নিত্য কাহার তরণী
তব পানে দৃষ্টি তুলি,
ভাসিয়া যাইছে চলি,
ধ্রুবতারা সম তুমি, তাহার জীবনে,
প্রদর্শিছ পথ সদা নিস্তেজ কিরণে।

অসময়ে তুমি আজি হইলে নির্ব্বাণ,
সাধের তরণী তার
ভাসিবে না কভু আর,
আঁধার সাগরে যাবে নিমগ্ন হইয়া,
বিপদ তরঙ্গে শত যাতনা সহিয়া।

এ বিশ্বাস তব চিতে কেবা আরোপিল,
কাহার মধুর স্বরে,
কাহার স্নেহের ঘোরে,—
রহিয়াছ, স্বপ্নময় সুখের আশায়
হায়! প্রতিদান নাহি বিপুল ধরায়।

হায়রে জীবন দীপ, বুঝিলে না তুমি,
বন্ধুতার ভালবাসা,
কেবল নিরাশ তৃষা
জীবনের বিনিময়ে, জীবন কখন,
পাও নাই, পাইবে না, বৃথা আকিঞ্চন।

অন্তরে, অন্তরে যারে পরম আদরে,
রাখিয়া অতৃপ্ত ভাবে,
সদা তুমি নিরখিবে,
উদাসীন নেত্রে সেও চাহিবে তোমায়,
প্রতিদানে সম প্রীতি পাইবে না হায়।

বন্ধুতা, প্রণয়, স্নেহ, স্বর্গীয় বিভব,
দেবতার তুষ্টি তরে,
ঈশ্বর আপন করে,
স্বজিছেন স্বর্গরাজ্যে পুণ্য পুরস্কার
সে সকলে নাহি মর্ত্ত্যে নর অধিকার।

স্বার্থময় এ সংসার, আত্মময় নর,
আপন আপন লয়ে,
আছে নিত্য মুগ্ধ হয়ে,
পরদুঃখে অশ্রুবিন্দু করিতে মোচন
পারে না, জানে না তাহা, পবিত্র কেমন।

সেই স্থানে চাও তুমি শান্তির বিশ্রাম,
এ বাসনা কেন চিতে?
কেহ নাহি নিবারিতে,
বিষাদের অশ্রুবারি শুকাবে না আর,
নীরবে সহিতে হবে যাতনা অপার।

স্বাস্থ্যের বিমল সুখ নাহিরে তোমার,
ব্যাধির যাতনা কত—
সহ তুমি অবিরত—
রোগে, শোকে, জর্জ্জরিত তোমার হৃদয়
শান্তি বারি হীনে তাহা আজি মরুময়।

জীবন প্রদীপ তুমি এমন আঁধারে?
একটী বান্ধব নাই—
আছ কার মুখ চাই?
জীবিতে রয়েছ সদা মৃতের সহিত,
চিন্তা,আশা, মন, প্রাণে, করিয়া জড়িত।

যাঁহাদের চিন্তা তব জীবন সম্বল,
তাঁহারা স্বরগে আজি,
গৌরব কিরণে সাজি,
বিরাজিছে স্থির ভাবে অমর জীবনে,
ওই দেখ শোভিতেছে অনন্ত গগনে।

ওই দেখ গ্রহে গ্রহে ভ্রমিছে কেমন,
উজ্জ্বল গ্রহ ভূষণে,
শোভাময় সর্ব্বজনে,
স্বদেশীয়, বিদেশীয়, মহাত্মা সকল,
দীপ্তিমান্ অঙ্গে অঙ্গে গৌরব কেবল।

"বাল্মীকি কালীদাস" অক্ষয় রতন,
শুক্র গ্রহ আদি দিয়া,
সুকিরীট নিরমিয়া,
স্থাপিয়াছে তাহাদের মস্তক উপর,
ঈশ্বর আদেশে সুর ললনা নিকর!

পূর্ণিমার শশধর দ্বিখণ্ড করিয়া,
"সেক্ষপির মিলটনে"
পরাইছে সযতনে,
শোভিছে মস্তকে ওই বঙ্কিম আকার,
মরি মরি কি সুন্দর মহিমা তাহার।

মানব চরিত্র গ্রন্থ করি অধ্যয়ন,
যবে কবি "সেক্সপিয়র"
গেয়েছে স্তম্ভিত কর
"হ্যামলেট্", "ম্যাকবেথ্" বিদিত ধরায়
অক্ষয় তাহার কীর্ত্তি যশের প্রভায়।

আজি পরলোকে তিনি শান্তির কিরণে
বসিয়া পুলক ভরে,
প্রীতি প্লাবিত অন্তরে,
নিরখিছে, পুণ্য জ্যোতি, সুখের স্বপনে,
পাপ, তাপ, গুপ্তহত্যা নাহিক সেখানে।

অন্ধকবি "মিলটন" মানস নয়নে—
নিরখি, সঙ্গীত স্বরে,
সংসার বিমুগ্ধ করে—
গেয়েছে—অশিব, শিব, সমর ভীষণ,
চিন্তিলে কম্পিত সদা মানব জীবন।

আজি অমর জীবনে, সেই কবি মিলটন্
দিব্য চক্ষু লাভ করি,
হেরিছে পরাণ ভরি,—
কত মনোহর চিত্র স্বরগ মাঝারে,
দীপিছে তাহার নেত্রে জীবন্ত আকারে।

মুষ্টি ভিক্ষাতরে, হায় কাঁদি দ্বারে দ্বারে
"হোমার" ব্যথিত প্রাণে,
ভ্রমিত সকল স্থানে
অন্ন বিনা শীর্ণ তনু ক্ষুধায় কাতর
কেহ নাহি মুছাইত নয়নের ধার।

নাহি তাঁর দরিদ্রতা, নাহি সে রোদন,
রতন নির্ম্মিতাসনে,
বসিয়া পুলক মনে,
ওই দেখ, আজি স্বর্গে করিছে বিরাজ,
শত গ্রহে নিরমিত মস্তকের সাজ।

দেববালাগণ হাসি সুবর্ণ চামর,—
আন্দোলি, পুলকভরে,
তুষিতেছে সমাদরে,
"হেমারে".—সেবিতে তারা রত অনুক্ষণ,
শত কুবেরের ধন চরণে এখন।

জগত বিমুগ্ধকর "স্যাফোর" সঙ্গীত,
তাহাকে আদর করে,
উজ্জ্বল তারকা হারে,
সাজাইছে কণ্ঠদেশ, অক্ষয় কিরণে,
শোভিতেছে ধূমকেতু কবরী ভূষণে।

তাহার কোমল করে " এপলোর " বীণা*
সপ্ত-গ্রহময় তার,
" য়রেনাস " আরবার,
পরাইয়া পূর্ণভাবে, অর্পেছে তাহায়
সেই বীণা করে লয়ে গাইছে তথায়।

ভ্রাম্যমান্ গ্রহগণ, কেন্দ্রে কেন্দ্র নিতি,
ছুটিছে চঞ্চল ভাবে
" স্যাফোর " সঙ্গীত রবে,
মধুর স্বননে স্বর বহিছে সমীর,
পঞ্চমে মৃদুল কণ্ঠে নিনাদ গভীর।

চির নির্ব্বাসিত " দান্তে " সন্ন্যাসী জীবনে
ছিল যবে এ সংসারে
নিত্য শোক পারাবারে,
দুঃখের তরঙ্গ মাঝে ভাসিয়া ভাসিয়া,
অশ্রুজলে শোকসিন্ধু দ্বিগুণ করিয়া।

* "The seven strings of Apollo's harp were the symbolical representation of the seven planets. Herschel by discovering an eight (Uranus) might be said to have added another string to the harp or the "lyre of heaven" as Campbell speaks of it."

নৈরাশ্য আঁধারে বসি চিন্তায় জ্বলিয়া
কত স্বপ্ন ভয়ঙ্কর,
দেখিয়াছে নিরন্তর,
নরক যতনা মনে অনুভব করি,
কত দুঃখে যাপিয়াছে দিবস শর্ব্বরী।

সে দিন তাঁহার আর নাহিক এখন,
" বিয়াট্রিস " সহবাসে,
তরল সঙ্গীতে ভাসে,
স্বর্গরাজ্যে আজি ওই করিছে বিহার
কৃর্ত্তিকা তারকা ভালে শোভিছে তাহার।

বাম পাশ্বে প্রণয়ের পবিত্র প্রতিমা,
" ভার্জ্জিল " দক্ষিণে বসি,
সম সুখে হাসি হাসি
বান্ধব সম্ভাষে প্রীতিপ্লাবিত নয়নে,
সুখেতে রয়েছে তথা অনন্ত মিলনে।

জীবন প্রদীপ তুমি, কতদিন আর,
রহিবে দুঃখের ভবে,
অনন্ত যাতনা সবে,
কাঁদিবে, রহিবে, এ কি বুঝিনা কেমন,
যাও সেই দেশে, পাবে সুখের জীবন।

যে সব আশায় তুমি নিরাশ সতত,
সে সকল নব ভাবে,
পুনরায় সমুদিবে,
বহিবে মলয়ানিল জীবন ব্যাপিয়া
শান্তির শীতল ধারা ধীরে বরষিয়া।

এ জগতে শত শত দুঃখের দংশনে,
কবি " বাইরাণ্ " কত,
নীরবে যাতনা—শত
সহিয়াছে, পায় নাহি শান্তির আশ্রয়,
ছিল ধরণীর ত্যজ্য সন্তানের প্রায়।

এবেরে জীবন দীপ নেত্র প্রসারিয়া,
দেখ তুমি প্রীতিভরে,
" বাইরাণ্ কবি বরে,
ওই—দেখ গ্রহমাঝে আনন্দে বসিয়া
বরষে সঙ্গীত সুধা স্বরগ মোহিয়া।

" ম্যানফ্রেড " দূর বনে কুসুম মাঝারে,
রাখিয়াছে নিদর্শন,
সংসারে দুখ কেমন,
দেখাইতে বন্ধুগণে, অমর আলয়ে,
তাই শান্তিধামে তাহা গিয়াছে লইয়ে।

স্বর্গীয় সরসী ওই—শোভিত কমলে,
গুণ গুণ স্বরে অলি,
চুম্বিছে কুসুম কলি,
ওই দেখ সেই স্থানে মোহিত নয়নে,
বসি " গেটে " গাইতেছে উন্মত্ত পরাণে।

সেই স্বর দূর হতে করিয়া শ্রবণ,
সুরবালা হাসি হাসি
বরষিছে পুষ্পরাশি,
প্রত্যেক—কুসুম তার গ্রহরূপ ধরি,
শোভিল "গেটের" শির উজলিত করি।

জীবন প্রদীপ,

অনন্ত স্বরগে তব আশ্রয় সকল
দেখিলে মানস নেত্রে,
অপরূপ চিত্রে চিত্রে—
তবে কেন আর তুমি রহিবে এখানে,
যাও তথা, রহ গিয়া অনন্ত মিলনে।

মানস নয়ন পুনঃ করিয়া প্রসার,
ইন্দ্রধনু মনোহর,
উদিল গগনোপর,
দেখ ওই সুবঙ্কিম আকারে কেমন,
আবরিল চারিদিক করিয়া শোভন।

সহসা কোথায় গেল, তাঁহারা সকল,
হের দৃশ্য মুগ্ধকর,
গগনে ভাসিছে থর,
স্বরগের ইন্দ্রধনু সুন্দর কেমন,
বর্ণে বর্ণে খেলিতেছে জীবন্ত কিরণ।

একি দৃশ্য পুনর্ব্বার! একি সম্মিলন!
দেখ মন কুতূহলে,
ধনুকের বর্ণ কোলে,
রশ্মি বিমণ্ডিত তারা বসিয়া হরিষে,—
তূষিতেছে পরস্পরে বান্ধব সম্ভাষে।

জাতিভেদ, বর্ণভেদ, নাহিক এখানে,
"বালমীকি" প্রীতিভরে,
"হোমারের" কর ধরে,
বসাইয়া নিজ পাশে পরম যতনে,
অর্পিছেন উপবীত বন্ধু নিদর্শনে।

"সেক্ষপির" আপনার মস্তক হইতে
বন্ধু সম্ভাষণ আশে,
পরাইছে "কালীদাসে,"
আপন কিরীট, সুখ প্লাবিত অন্তরে,
খেলিছে হাস্যের ভাতি বিমল অধরে।

অন্ধকবি "মিলটন্" প্রশান্ত হৃদয়ে
দুই বাহু প্রসারিয়া,
সুখভরে আলিঙ্গিয়া,
বসাইয়া নিজাসনে, "দান্তে" কবিবরে,
ঢালিছে সঙ্গীত সুধা শ্রবণ-বিবরে।

অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে শান্তি সুধা পানে,
খুলি "গেটে" প্রাণ মন,
করি প্রিয় সম্ভাষণ,
বাইরাণ কবিবরে মধুর বচনে,
প্রতিদানে সমপ্রীতি লভি সযতনে।

পুনঃ দেখ ইন্দ্রধনু মিশিল গগনে,
ধনুকের কোল হতে,
নামি হরষিত চিতে,
শুভ্র রশ্মি বিমণ্ডিত মণ্ডল আকারে,
বসিলেন কবিগণ ধরি করে করে।

তাঁহাদের মাঝে ওই জীবন্ত আলোক,
বসি "স্যাফো" বীণা করে,
সকলেই প্রেমভরে,
মুগ্ধনেত্রে নিরখিছে সে মুখ সুষমা,
কেমন গৌরবময় সৌন্দর্য্য প্রতিমা।

সমস্বরে ওই সবে ধরিল সঙ্গীত,
মধুর ললিত স্বরে,
কাঁপি প্রতিধ্বনি করে,
স্বরগের প্রান্তভূমি, তরল অন্তরে,
বহিল চঞ্চল বায় দিক্ দিগান্তরে।

সঙ্গীত

১

অনন্ত অসীম মহিমা তাঁহার,
নীরবে অনিল করিছে প্রচার,
প্রদীপ্ত দিনেশ ভাতিছে গগনে,
হাসিতেছে পৃথ্বী নির্ম্মল কিরণে।

২

ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবনী আপনি,
প্রণমিছে ঈশে দিবস যামিনী,
ভ্রমে গ্রহ তারা, রজনী রঞ্জন,
উথলে জলধি পাইয়া কিরণ।

৩

গায় কল-কণ্ঠ বিহগ নিকর,
ফুটিছে ধরায় কুসুম সুন্দর,
বালকের হাস্য যুবতী প্রণয়,
তাহারি মহিমা প্রকাশিত হয়।

৪

অমর জীবনে, আইস এখানে,
দেখিতে পাইবে তাহাকে নয়নে,

যাঁহার করুণা জগতে রহিয়া—
ক্ষণে ক্ষণে যাও দুঃখেতে ভুলিয়া।

৫

অমর জীবনে মর্ত্তবাসীগণ,
আইস, একত্রে কাটাব জীবন,
হাসিয়া গাইব বিভুর মহিমা,
গাইব তাঁহার অতুল গরিমা।

গাইব তাঁহার করুণা অপার,
প্রতিধ্বনি করি বিশ্ব চরাচর,—
অনন্ত বিস্তৃত সুনীল গগনে,
ফুটিবে সকলে সুখের জীবনে।

অলকার প্রান্তে প্রান্তে মধুর সঙ্গীত,
সুখে প্রতিধ্বনি করি,
হাসাইল স্বর্গপুরি—
অদূরে বসিয়া যত সুরবালাগণ,
সেই স্বরে কণ্ঠ ঢালি গাইল তখন।

সঙ্গীত

(১)

এসহে এসহে জীব অমর আলয়ে,
রোগ শোক দুখরাশি,
জীবন হইতে খসি

পড়িবে, নিবিয়া যাবে যাতনা অপার,
এসহে এখানে সুখে করিবে বিহার!

কত অপরূপ দৃশ্য দেখিবে নয়নে,
স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা,
কত সুখময় আশা,
বিচিত্র রয়েছে নিত্য স্বর্গীয় প্রভায়
দিবা রাতি সম ভাতি, ঈশ্বর কৃপায়।

ছুটিল স্বর লহরী, কাঁপিল সকল,
মন্দাকিনী থর থরে,
নাচিল পুলক ভরে,
ঝঙ্কারিল সেই স্বরে বিহগ সুন্দর
প্রস্ফুটিল পারিজাত, ছুটিল ভ্রমর।

ছুটিয়া ছুটিয়া স্বর ভ্রমিতে লাগিল,
শূন্যেতে দামিনী প্রায়,
ভাসিল মেঘের গায়,
মুহূর্ত্তে গরজি ভীম, মিশিল অম্বরে-
কাঁপাইল চরাচর অশনির স্বরে।

গ্রহ হতে গ্রহান্তরে উন্মত্তের প্রায়
প্রতিধ্বনি করি স্বর,
কেন্দ্রে কেন্দ্রে নিরন্তর,

ছুটিতে লাগিল, শেষে জ্যোতির আকারে,
মিশিল তাদের দেহে চির শোভাধরে।

সুধাকর অঙ্গে মিশি, সহস্র কিরণে,
হিমানীর কণা প্রায়,
পড়িল অবনীগায়,
সেই স্বর, উথলিল ভীম পারাবার,
তরঙ্গে তরঙ্গে স্তব্ধ করি চরাচর।

শিশির আকারে স্বর পড়িল কুসুমে,
ফুটিল কুসুম-কলি,
চুম্বিয়া সৌরভ গুলি,
বহিল সুমন্দ বায়ু—জগত ব্যাপিয়া,
দিবা নিশি সমভাবে আপন ভুলিয়া।

সেই স্বর প্রবেশিল জননী হৃদয়ে,
পবিত্র স্নেহের ভাতি
উজলিছে দিবা রাত্রি,—
স্নেহময়ী জননীর কোমল অন্তরে;
অপার্থিব স্নেহ সুধা সন্তানের তরে।

সেই স্বর অলক্ষ্যিতে যুবতী জীবনে,
মিশিল মধুর ভাবে—
শান্তি প্রদানিতে ভবে

ভালবাসা, স্বরগের প্রিয় নিদর্শন,
দুঃখের মানব জন্মে সুখের স্বপন।

সেই স্বর আলোকিল শিশুর অধর,
নিরমল সুধা হাসি,
অকলঙ্ক মুখ শশী,
কেমন মোহন চিত্র—হৃদয় তোষণ,—
মানব জীবনে সুখ শান্তি নিদর্শন।

সেই স্বর অশ্রুরূপে মানব নয়নে,
শোভিল উজ্জ্বল করি,
জগতের দুঃখ হেরি,
এক বিন্দু পর দুঃখে করিলে মোচন—
মানব জীবন হয় দেব নিকেতন।

জীবন প্রদীপ! তুমি দেখিলে সকল,
খুলি মানস নয়ন,
জাগিয়া সুখ স্বপন
দেখিয়াছ, আর কেন? যাও হে নিবিয়া,
থাকিওনা হাহাকারে নিমগ্ন হইয়া।

আর না নিবিয়া যাও জীবন প্রদীপ,
বলিতে বলিতে ধীরে,
উদাসীন নেত্র নীরে,

ভাসিয়া, কাতর শূন্য চাহিয়া চাহিয়া,
রহিল নীরবে নিজ যাতনা সহিয়া।

প্রিয় নিদর্শন।

প্রাণের সহিত ভাল বাসি অবিরত,
যতনে স্থবর্ণ দিয়া
রাখিয়াছি জড়াইয়া
প্রিয় নিদর্শন, সদা — নয়নে নয়নে
হেরিয়া —মোহিত হই জীবনের সনে।

তিলেক শরীর হতে করি না অন্তর,
রোগে, শোকে, প্রাণে করে
রেখেছি আনন্দ ভরে,
দেবের আশীষ যেন তুমি নিদর্শন—
সংসার-বিপদ হতে রক্ষ অনুক্ষণ।

কুহকী মায়ার স্বরে মোহিত হইয়া
হিতাহিত জ্ঞান যত
ভুলিয়া, উন্মাদ মত
কল্পনা স্থজিত স্থখে মজে নরগণ
কলঙ্ক সাগরে মোহে হয় নিমগন ;

তব সম নিদর্শন তাদের জীবনে
খাকিলে, কখন আর
কলঙ্ক কালিমা হার
সাধ করি কণ্ঠে নাহি করিত ধারণ,
পবিত্র রহিত কত মানব জীবন।

অধর্ম্ম আঁধারময় সংসার মাঝারে
নীতির আলোক সম
দেখাইছ পথ মম,
তব প্রদর্শিত পথে চলেছি নিয়ত,
সত্যের গৌরব-মন্ত্রে দীক্ষিয়াছ চিত

জীবন্ত ধর্ম্মের গ্রন্থ নয়নে আমার
তুমি প্রিয় নিদর্শন,
করি সদা অধ্যয়ন,
প্রভাত; সায়াহ্ন কিবা গভীর রজনী,
তব উপদেশ পূর্ণ আমার ধরণী।

স্বার্থময় কুবাসনা তোমার পরশে
গিয়াছে সুদূরে চলি,
নিয়োজিত পথ ভুলি
একটী দিনের তরে আমার চরণ
বিপথে পতিত হতে দেওনা কখন।

শিখাইছ উচ্চ ব্রত, মানব জীবন
কি করিলে ধরাতলে
দেব ভাবে, পূর্ণ-বলে,
সাধিতে পারে হে নিত্য জগত মঙ্গল,
আত্মসুখ পরহিতে অর্পিয়া কেবল।

দুর্ব্বল মানব চিত্তে শক্তির বিকাশ
তব প্রিয় পরশনে,
সদা আনন্দিত মনে
পারি বিসর্জ্জিতে সব নিঃস্বার্থ অন্তরে,
বারেক তোমার পানে চাহি প্রীতিভরে।

শান্তিকর নিদর্শন, স্নেহে সমর্পিত,
যাঁর অংশ তব সহ
আছে মিলি অহরহ,
কত পূজনীয় তাহা, বলিব কেমনে,
পূজি নিতি, স্মৃতি যাঁর ভকতির সনে।

ভাগ্যের অবস্থা সহ যখন যেখানে
রহি আমি, মম সনে
থাক তুমি নিশি দিনে,
রক্ষক আমার, তোমা আশ্রয় করিয়া
ভগন জীবন-তরী যাইছি বাহিয়া।

অসীম সংসার সিন্ধু, বাত্যা প্রতিকূল,
সম্মুখে গভীর নিশি,
অন্ধকার দশ দিশি,
মস্তক উপরে ঘন-জলদ গর্জ্জন,
উন্মত্ত বিজলী তাহে ভয়াল দর্শন।

নিরাপদ পথে তরী যাইছে ভাসিয়া,
বাত্যা কিম্বা অন্ধকার
অথবা বারিদ ধার
পারে না রোধিতে তার এ মৃদুল গতি,
প্রত্যেক বিপদে বর্ষ শুভ্রতম জ্যোতি।

সুদক্ষ নাবিক তুমি, জীবন তরণী
স্থির ভাবে ধীরে ধীরে
ভাসিছে অনন্ত নীরে,
বিমগন নাহি হয় তোমারি কারণ,
গুপ্ত-সিন্ধু-শৈল হতে রক্ষিছ জীবন।

যাক্ এ দিনের কথা অন্তিম যখন,
আসিবে, মৃত্যুর ছায়া
ঢাকিবে নশ্বর কায়া,
নিবিবে অনন্ত বিশ্ব আমার নয়নে,
তখন রহিবে তুমি মম হৃদিসনে।

শেষ নিশ্বাসের সহ হেরিব তোমায়,
পবিত্র স্মৃতির ভরে,
প্রীতি চিহ্ন প্রাণে করে
ত্যজিব জীবন, সেই চিতার অনলে
ভস্মীভূত হব সুখে তব সনে মিলে।

তব পরমাণু সহ মম পরমাণু
মিশিবে, কখন আর
নাশ নাহি হবে তার,
উভয়ের পরমাণু প্রীতির কিরণে
বহিবে অনন্ত কাল, অনন্ত মিলনে।

সজীব স্নেহের চিহ্ন তুমি নিদর্শন,
যাঁর প্রীতি সুখভরে
হৃদয়ের স্তরে স্তরে
দীপিছে অনন্য ভাবে, জীবন আমার,
করেছ উজ্জ্বল তুমি প্রিয়-উপহার।

আর্য্যনারী।

ভারত রমণীগণ পূজিত জগতে,
দয়া, মায়া, সরলতা,
ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা,

সদ্‌গুণে শোভিত সব নারীর জীবন,
ভারতে রমণীগণ অতুল ভূষণ।

সরলা প্রকৃতি সতী প্রেমের প্রতিমা,
ললিত মধুর গানে
বিমোহিত করি প্রাণে
যেন তারা জুড়াইছে ভারত ভবন,
অধীনতা দুঃখ-রাশি করিয়া হরণ।

রমণীর স্নিগ্ধ প্রেমে পুরুষ সকল,
আজিও সজীব প্রায়,
আজিও হাসিছে তায়,
প্রণয় বিমুগ্ধ প্রাণে রয়েছে সংসারে
মুছিয়া বিষাদময় নয়নের নীরে।

পুরুষের সহচরী রমণীমণ্ডলী,
সুখে, দুঃখে, সবে মিলি,
হ'য়ে সবে কুতূহলি
হাসিয়া সাধহ এবে দেশের কল্যাণ,
শান্তিজলে শীতলিয়া এ মহা শ্মশান।

বিলাস বাসনা সবে করি পরিহার,
পতি, পুত্র, দুঃখ দেখে
হেসে প্রাণ দিবে সুখে,

পুরুষের সহচরী হইবে সমরে,
সব সুখ বিসর্জ্জিবে স্বজাতির তরে।

আবরিয়া বীর সাজে কোমল পরাণ
হৃদয় কঠিন করে
স্বজাতি উদ্ধার তরে,
উন্মাদিনী রণরঙ্গে মাতিবে যখন,
বীরাঙ্গণা মূর্ত্তি হেরি কাঁপিবে ভুবন।

আবার পরের দুঃখে ভারত অঙ্গনা—
বিকাশিয়া মন, প্রাণ,
জীবন করিবে দান,
কাঁদিবে হৃদয় খুলি স্নেহেতে গলিয়া
জগতের শোক জ্বালা নয়নে হেরিয়া।

প্রেমের পবিত্র ছবি করি দরশন,
রোগ, শোক, নিবারিয়া,
চিন্তা, দুঃখ, পাসরিয়া,
পুলকে হাসিবে নর সকল ভুলিয়া,
জীবন যাতনা যত যাইবে নিবিয়া।

নির্দ্দয় সংসার মাঝে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
নির্জ্জীব ভারতবাসী—
সহি দুঃখ রাশি রাশি,

ক্লান্ত বিষাদের ভরে কাতর পরাণ,
কি দেখিয়া নিবারিছে হৃদয় তুফান ?

প্রেমের আবেশে মাতি, সোহাগের ভরে-
আদরে চুম্বিয়া মুখ
ভুলে যায় সব দুখ,
প্রিয়তম সঙ্গিনীর মূরতি হেরিয়া,
স্নেহভরে প্রেমময়ী হৃদয়ে লইয়া।

জীবন্ত প্রণয় স্রোতে ভাসাইয়া প্রাণ,
প্রেমের সুবর্ণ লতা--
নিবারে হৃদয় ব্যথা,
কোমল স্নেহের ভুজে করিয়া বন্ধন,
প্রিয়তম মুখছবি নিরখে যখন।

মূর্ত্তিমতি প্রীত সব ভারত ললনা,
মাতা, কন্যা, প্রণয়িনী—
শান্তি সুখ প্রদায়িনী,
উন্মাদিনী, পাগলিনী, প্রেমের কারণ,
রমণীর একমাত্র প্রণয় জীবন।

তীব্র প্রণয়ের বেগে পাগল পরাণে
মৃত পতি কোলে লয়ে
জীবন বিস্মৃতা হয়ে,

জ্বলন্ত অনলে সতী ত্যজেছে জীবন!
ভারত-মহিলা-কীর্ত্তি বিদিত ভুবন।

স্মৃতির দর্পণ-খণ্ডে দেখ একবার,
বীরাঙ্গনা কত কত,
ভারতে হয়েছে গত,
সে চিত্রের প্রতিবিম্ব করি বিলোকন—
এখনো নাচিয়া উঠে বিষাদিত মন।

তারা যদি বীর নহে, বীর কোন জন?
সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা,
মূর্ত্তিমতী সুশীলতা,
বিসর্জ্জিয়া সব সুখ প্রেমের কারণ,
আনন্দে অনল মাঝে ঢালিত জীবন।

স্বর্গীয় জনকবালা চির অভাগিনী,
প্রণয়ে গলিয়া যায়,
পর দুঃখে মৃত প্রায়,
সেই চিত্র আজি সবে ভুলিবে কেমনে?
মিশায়ে রয়েছে চির ভারত জীবনে।

সাবিত্রীর মূর্ত্তি সদা মানস-নয়নে—
জাগ্রত নিদ্রায় হেরি,
স্বপনের সহচরী,

প্রেমের জীবন্ত ছবি কিবা মনোহর,
দরিদ্র ভারত ভূমি-রত্নের আকর।

উজ্জ্বল তারকা সম ভারত অম্বরে—
জ্বলিল নিখিল কত,
ভারত মহিলা শত,
প্রাতঃস্মরণীয়া তারা আজিও ধরায়।
ভারত শ্মশান এবে, কি বলিব হায়!

দূর করি কোমলতা রমণী হৃদয়,
শত্রুর শোণিত দিয়া—
প্রতিহিংসা নিবারিয়া,
জাগাইত জন্মভূমি বীর গীত গানে,
ক্ষীণ কণ্ঠে নাচাইয়া ভারত সন্তানে।

উন্মত্ত পাগল প্রাণে দুর্গাবতী রাণী—
আপন গৌরবে মাতি—
রাখিল অনন্ত ভাতি,
বীরত্ব, সতীত্ব, রাখি ত্যজিল জীবন,
নশ্বর জগতে কীর্ত্তি করিয়া স্থাপন।

ঝান্সীর লক্ষ্মীবাই-বীরের আতঙ্ক,
স্বদেশের তরে প্রাণ,
আনন্দে করিল দান,

উজ্জ্বল ভারত-মুখ তাহার প্রভায়,
ওই চিত্র চিরকাল রহিবে ধরায়।

সুচারু অঙ্গের শোভা বসন, ভূষণ,
প্রিয় অলঙ্কার গুলি,
মুক্তাহার কণ্ঠনলি,
খুলিয়া ফেলিত দূরে দেশের কারণ,
রণ পরাজয়ে করি চিতা আরোহণ।

আজিও আর্য্যের গৃহে শত পতিব্রতা,
ব্রহ্মচর্য্য করি সার—
বহিছে জীবন ভার,
সংসারের সব সাধ করি বিসর্জ্জন,
অভাগিনী অনশনে কাটিছে জীবন।

যৌবনে যোগিনী সব ভারত বিধবা,
দেহে নাহি আভরণ,
করে না কেশ বন্ধন,
অযতনে, অনাদরে, কাঞ্চন প্রতিমা,
দুঃখের কালিমাময় বদন সুষমা।

স্মৃতিমাত্র সার করি রয়েছে বাঁচিয়া,
দ্বাদশ বর্ষীয়া বালা—
ভুলিয়া সুখের খেলা,

ভাসিছে লোচন নীরে চির অভাগিনী,
পতিশোকে অশ্রুমুখী যেন পাগলিনী।

এ সব জীবন্ত ছবি চিত্রিব কেমনে,
কল্পনার তুলিকায়—
পারে না আঁকিতে হায়,
কেমনে গাইব আজি ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে,
ব্যথিত পরাণ মম এসকল স্মরে।

গাও হে ভারতবাসি গভীর নিনাদে,
সপ্তমে তুলিয়া তান,
কর আর্য্য কীর্ত্তি গান,
জাগাও. জাগাও আজি ভারত সন্তানে,
নিদ্রিত ভারত চিত্তে সঞ্চারি জীবনে।

স্বজাতি গৌরব গীতে ভারত আবার—
ভাসাবে জীবন তরী,
আর্য্যের মহিমা স্মরি—
মৃতদেহে পুনর্ব্বার জীবন লভিবে,
কীর্ত্তির সঙ্গীত শুনে জাগিয়া উঠিবে।

গেল একটী বৎসর।

(নব বর্ষে লিখিত)

দেখিতে দেখিতে গেল একটী বরষ,
নীরব কাল সাগরে
ডুবিলেক ধীরে ধীরে,
কত আশা, কত সাধ, কতই বাসনা,
কত অশ্রু. কত স্মৃতি, কতই যাতনা,
মিশিল তাহার সনে
চিহ্ন মাত্র রাখি মনে,
শত ঘটনার স্রোত তরঙ্গ সহিত
মিশায়ে বরষ সনে, আঘাতিয়া চিত।

বিষাদ দুঃখের রেখা অঙ্কিত হৃদয়ে,
বর্ষ আসে, বর্ষ যায়,
একটী বাড়ায় তায়,
একবার, দুইবার বহুবার আর—
গণিয়া সে চিহ্ন আজি কি হবে আবার
বৃথা আলোচনা করি
বিগত সে দিন স্মরি
কি হবে নয়ননীর করিয়া মোচন,
জীবন বেদনা ধৌত করে না রোদন।

প্রতি নব ঘটনায় কোমল হৃদয়ে
দিয়াছে আঘাত কত,
হৃদয়ের অশ্রু শত
বহিয়াছে. ভিজাইয়া বিষণ্ণ কপোল,
জীবনের জ্বালা তাহে বেড়েছে কেবল।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ
সহি চিত্তে অহরহ
কত নৈরাশ্যের ঢেউ, সে তরঙ্গ ভরে
ভেসে যায় হৃদি-সাধ আঁধারিত করে।

দিবসে তপন করে মস্তক ব্যথিত,—
কভু স্নিগ্ধ ছায়াতল
কভু সুশীতল জল
খুঁজিয়াছি, ভ্রমিয়াছি উদাস সংসার,
একটী স্নেহের স্বর শ্রবণ মাঝার
পশে নাই শীতলিয়া,
জুড়াইতে দগ্ধ হিয়া,
ধীরতায় সহিয়াছে হৃদয় বেদনা,
কে বুঝিবে ক্ষতময় সে তীব্র যন্ত্রণা।

গভীর নিশায় যবে নিদ্রিত সংসার,
দৃঢ় মনে স্থির হয়ে
নীরব যাতনা লয়ে

কাটায়েছি নিশিথিনী, নিশীথ অম্বর—
যন্ত্রণায় একমাত্র শান্তি সুখ কর,
শিরোপরে অসীমতা
জুড়ায় জীবন ব্যথা,
সম বেদনার অশ্রু নিশার নীহার,
তারকা নয়ন হতে ঝরে অনিবার।

বিগত বর্ষের ছবি বিষাদ জড়িত,
স্মৃতির কিরণ ভরে
কভু না উজ্জ্বল করে,
তবে সে সকল চিত্র সম্মুখে আনিয়া—
কেন ধরিতেছ স্মৃতি এমন করিয়া?
সে চিত্রের প্রতি রেখা
কেবল বিষাদ লেখা,
চাহি না দেখিতে হৃদে সহে না যে আর,
সে দিনের প্রতি চিত্র নয়নে আবার।

জীবনের প্রতি সর্গ আবার খুলিয়া
পড়িবার সাধ নাই,
কেবল যন্ত্রণা পাই,
সে কাব্যের ছত্রে ছত্রে অনন্ত আঁধার,
শোক অশ্রু পরিপূর্ণ এ মর সংসার।

প্রতি নব বর্ষ আসি—
নূতন অভাব রাশি—
মিশায় যে প্রাণে হায়, তাহারি কারণ—
ভয়ে বিকম্পিত সদা রহে এ জীবন।

ভবিষ্যত গণিবার নাহি ত শকতি,
অশুভ ভাবনা কত—
জাগে প্রাণে অবিরত,
কি জানি কি দুঃখরাশি আবার আসিয়া
ব্যথিত হৃদয় আরো দিবে রে ভাঙ্গিয়া,
হয় ত সহিতে আর
পারিব না পুনর্ব্বার,
সে ভীম তরঙ্গে ক্ষুদ্র তৃণের মতন
কোথায় ভাসিয়া যাবে জীবন স্বপন।

গত বর্ষে নব এক অভাব জীবনে
মিশিয়াছে, প্রাণসম
স্নেহের সোদর মম
গিয়াছেন দূরদেশে, দূরতা তাঁহার
ব্যথিত করেছে সদা অন্তর আমার,
যার প্রীতি নিরমল
করিয়াছে সমুজ্জ্বল

আধার হৃদয়, সেই স্নেহের বদন
চিন্তার আনন্দময় সোহাগের ধন।

শূন্য গৃহে তার ছবি ভাবি অবিরত,
নয়নের কাছে কাছে
সেই মুখ ভাসিতেছে,
কিন্তু দূরতায় কাঁদে চিত্ত শতবার,
প্রতি কার্য্যে মনে হয় অভাব তাঁহার,
তাঁর সম যত্নে কেবা
চায় মুখ নিশি দিবা,
রোগের যাতনা, আর লোচনের নীর,
হেরিয়া তেমন কেবা হইবে অধীর?

যে সূত্রে গ্রথিত আছে জীবন দোঁহার,
সে সূত্র শিথিল নয়,
নাহি ছিঁড়িবার ভয়,
সুদূর প্রবাস কিবা, দীর্ঘ অদর্শন,
পারিবে না খুলিবারে এ স্নেহ-বন্ধন।
অনুদিন দূরতায়
হবে তাহা দৃঢ় কায়,
উভয় হৃদয় স্নেহ দীর্ঘ অদর্শনে
উথলিবে নিরন্তর গভীর গর্জ্জনে।

নূতন বরষে আজি আশীর্ব্বাদ করি,

স্নেহে থাক নিরন্তর
স্নেহময় সহোদর,
দুঃখের কালিমা যেন জীবন তোমার
নাহি করে এক দিন বিষাদে আঁধার,
তোমার প্রফুল্ল চিত
আজিও আনন্দে গীত
গাহিতেছে, নাহি জান সংসার যাতনা,
সুখের জীবন সনে, সুখের বাসনা।

প্রবাস তোমার হোক্ প্রীতির স্বপন,
এক দিন কভু তথা
পেওনা অন্তরে ব্যথা,
একটী দিনের তরে তোমার নয়ন
অশ্রুজলে সিক্ত ভ্রাতঃ, হবে না কখন।
তোমার প্রতিভাকর
উজলিবে নিরন্তর
বান্ধব হৃদয় সুখে, এই অভিলাষ,
জীবন নিঃশ্বাসে নিত্য করিছে প্রকাশ।

আশা করি নব বর্ষ আশার (ও) জীবনে
দিবে প্রীতি অবিরত
জীবনের সাধ শত
পূরিবে, সুখের ভানু ভাগ্য নীলিমায়

আবার উদিবে আসি স্থির প্রতিভায়,
হাসিবে সম্পদ্ রবি
হেরিয়ে সে প্রিয় ছবি,
সহিব শান্তির সনে আনন্দে সকল,
সৌভাগ্য কিরণে ভাগ্য হইবে উজ্জ্বল।
কি বলিতে, কিবা চিন্তা, প্রলাপ সকলি,
বরষ, বরষ গেল,
কিবা সাধ পূর্ণ হল ?
তবে কেন আজি এই দুরাশা স্বপন,

দুঃখীর জীবনে আশা পূরে না কখন।
চাহি শান্তি, সুখ কিবা,
যেন পাই নিশি দিবা
শান্তির বিমল বারি জীবন ভরিয়া,
রাখিব হৃদয়ে সাধ এমনি করিয়া।

কল্পনার চিন্তা প্রিয় রহিবে যখন,
ভবিষ্যত সুখভরে
মানসে চিত্রিত করে
আনন্দ হিল্লোলে চিত নাচিবে, ভাসিবে,
জীবনের সুখ আশা নিয়ত মোহিবে।
অন্তিমে চিতার কোলে
দগ্ধ হবে কুতূহলে

হৃদয় বাসনা সব, কিবা দুঃখ তায়,
না ছাড়িব তবু আশা জীবিতে ধরায়।

নব আশা, নব সাধ, নূতন বরষে,
স্বস্থকায়ে, সুস্থ মনে,
নিত্য প্রিয়জন সনে
রহে যেন বন্ধুগণ, এই বাসনায়,
বিগত বরষ ছবি ভাসাইব, তায়—
রবে শান্তি চিত্ত ভরে,
কভু না স্মৃতির করে—
আসিবে বিগত সব মানসে আবার,
দিবে প্রীতি নব বর্ষ প্রাণে শত ধার।

অভাগিনী।

"In vain he weeps, in vain he sighs,
Her cheek is cold as ashes ;
Nore love's own kiss shall wake those eyes
To lift their silken lashes." T. Campbell.

সুখদ শারদ নিশা নির্ম্মল গগন,
হসিত বিমলাকাশে
প্রফুল্ল চন্দ্রমা হাসে,
তরল রজত হাসি প্রপাতে ধরণী
বিভাসিত, হাস্যময়ী সুধীরা রজনী।

নিরজন চারিধার, নীরব সকল,
　　পবন উচ্ছ্বাস ভরে
　　মৃদুল মধুর স্বরে,
রহিয়া রহিয়া গায়, সঙ্গীত তাহার
নাচাইছে বসুধার চিত-পারাবার।
বিমল সৌন্দর্য্যময় সকল ভুবন,
　　মধুর কিরণ মালা
　　পুলকে করিছে খেলা
আলোকিয়া চরাচর, ছুটিয়া ছুটিয়া
সীমা হতে সীমান্তরে যাইছে মোহিয়া।

এ হেন নিশায় এক যুবক যুবতী,
　　একটী প্রাসাদ শিরে—
　　বসিয়া বিষাদ ভরে
নিরখিছে পরস্পর বিষাদিত মন,
উভয় উভয় পানে তুলিয়া নয়ন।
সুচারু শশাঙ্ক, আর ফুল্ল বসুমতী,
　　হেরিয়া দোঁহার মন
　　সুখভরে নিমগন
হয় নাই, সে শোভায় আনন্দ আনিয়া—
পুলকিত করে নাই তাহাদের হিয়া।

নীরবে ক্ষণেক যুবা চাহিয়া কাতরে,

ধরিয়া যুবতী-কর
বলিল, কম্পিত স্বর—
"প্রবাসে যাইব প্রিয়ে করেছি মনন,
কিছুতে আনন্দ আমি পাই না এখন।
"কিবা দুঃখ অজানিতে হৃদয়ে আমার
প্রবেশিয়া—সুখ যত—
করিয়াছে আবরিত,
সকলি বিষাদময়, শূন্য ধরাতল,
নিরজনে ঝরে শুষ্ক নয়ন যুগল।

"আজীবন প্রীতিভরে শাস্ত্র আলোচন
করিরাছি, গ্রন্থ মম
জীবন বান্ধব সম,
তাদের সহিত দীর্ঘ জীবন আমার
জড়িত অনন্যভাবে,—কি বলিব আর ?
"তাহারা আমার প্রাণে তেমন করিয়া
পারে না আনন্দ দিতে—
আজি বিষাদিত চিতে—
বিন্দুমাত্র শান্তি আমি পাই না কোথায়,
নাহি যেন সুখ আর বিপুল ধরায়।

"তোমার নয়নে অশ্রু সহিতে না পারি,
কেবল তোমারি তরে

আজিও রয়েছি ঘরে,
সহিয়া দুঃখের এই তরঙ্গ ভীষণ
হয়েছে আঁধারময় আমার জীবন।

"যাইব প্রবাসে প্রিয়ে কিছু দিন তরে,
ভ্রমিয়া ভারতভূমি
যদি কভু শান্তি আমি
পাই এই আঁধারিত জীবনে আমার,
আনন্দে জনম ভূমে ফিরিব আবার।
"তব চিত্র চির দিন আমার হৃদয়ে
রহিবে, স্মৃতির সহ
ওই মুখ অহরহ—
দেখিব জীবন ভরি, জাগ্রতে স্বপনে

স্বদেশ বিদেশ কিবা বিজন বিপিনে।
"নলিনি বিদায় দেও হাস একবার,
ব্যথিত হৃদয় মম,
তব হাসি নিরুপম,
নিরখিয়া জুড়াইব আঁধার জীবন,
মিনতি আমার, প্রিয়ে করো না রোদন।

নীরব হইল যুবা ; মুহূর্ত্তেক পরে—
মুছিয়া নয়ন-নীরে,

কহিল যুবতী ধীরে,
"প্রবাসে যাইবে তুমি, বিরহ তোমার
সহিয়া জীবন মম রহিবে না আর।
"দীর্ঘ অদর্শন তব সহিব কেমনে ?
তুমি বিনা কেবা আছে
দাঁড়াইব কার কাছে,
কোথায় জুড়াব এই তাপিত অন্তর,
ভবিষ্যৎ ভাবি চিত কাঁপে থর থর।

"ক্ষণেক না হেরি ওই বদন তোমার,—
শূন্য দেখি ধরাতল,
ঝরে অশ্রু অবিরল,
কেমনে বাঁচিব দীর্ঘ বিরহ সহিয়া ?
বিদরে হৃদয় মম সে দিন স্মরিয়া।

"পারিব না সহিবারে, বাঁচিব না আর,
জীবন আলোক মম—
অরুণ, অরুণ সম,
নলিনীর জীবনের অনন্য আশ্রয়,
কোন্ প্রাণে প্রিয়তম, দিব হে বিদায় !

"সরে না বচন মম, সহে না হৃদয়ে,
বলিতে পারি না আর,

তুমি প্রিয়,”—অশ্রুধার
সজোরে বহিল, কণ্ঠ রোধিল তাহায়,
একটী বচন পুনঃ ফুটিল না তায়।

নীরবিলা অশ্রুমুখী নলিনী কাতরে,
বরিষার ধারা প্রায়—
নয়নআসার হায়—
সিকত করিল সেই কমল বদন,
নীরব লোচন নীর প্রকাশি বেদন।

সুদূর অম্বর হতে তারকা নিচয়,
যুবতীর দুঃখে যেন,
হইয়া ব্যথিত মন,
শিশির আকারে অশ্রু বরিষণ করি—
বিসিক্ত করিল সেই বিমলা শর্ব্বরী।

সুধাকর নিরমল কিরণ লইয়া—
গগনে ভাসিতে আর—
অভিলাষ নাহি তার,
যুবতীর দুঃখে শশী বিষাদিত মনে,
ধীরে ধীরে অস্ত যাবে নিশীথিনী সনে।

বিহগ শান্তির কোল পরিহার করি
যুবতীর শোক সবে—
গাইবে বিষণ্ণ রবে,

প্রভাত পরশে যাবে সুদূরে চলিয়া,—
জাগাইবে বসুধায় সে দুঃখ বলিয়া।

নৈশ নির্জ্জনতা আরো করিয়া গভীর—
একটী মুহূর্ত্ত পরে—
আসিল বিষাদ ভরে—
বিদায়ের দুঃখময় সময় যখন
অনন্ত তিমির যেন ছাইল ভুবন।

বিদায় হইল যুবা যুবতী সদনে,
পাষাণ মূরতি যেন,
নীরবে চাহিয়া হেন,
শূন্য প্রাসাদের শিরে একাকী বসিয়া—
রহিল নলিনীবালা আপনা ভুলিয়া।

প্রভাত হইল নিশি, তপন কিরণে
প্রকৃতি পরাণ ভরি—
হাসিল, সে শোভা হেরি
জাগিল নিদ্রিতা ধরা, জাগিল সংসার,
নলিনী লোচনে সব হইল আঁধার।

ভাঙ্গিল হৃদয় তার, হৃদয় শোণিত—
অশ্রুরূপে শতধারে
বহিল নয়ন নীরে,

শোকের সাগরে বালা ভাসিতে লাগিল,
এ দুঃখ কোমল প্রাণে ভীষণ বাজিল।

প্রণয় স্বপনে সুখে ভুলিয়া সংসার,
প্রাণের মিলনে ভোর,
নয়নে স্নেহের ঘোর,
শান্তির শয়নে মুগ্ধা ছিল অভাগিনী—
প্রিয়তম মুখ হেরি দিবস যামিনী।

জানে নাই, ভাবে নাই, বিরহ কেমন,
হৃদে প্রেম, মুখে হাসি,
সজীব সৌন্দর্য্য রাশি,
ভালবাসা বিনির্ম্মিত ক্ষীণ কলেবর,
প্রেমের প্রতিমা, প্রেম পূর্ণিত অন্তর।

অবিরাম ভালবাসা যুগল নয়নে,
প্রফুল্ল কমল আঁখি,
সখার বদনে রাখি,
নীরবে মধুর কণ্ঠে প্রেমের সঙ্গীত—
গাইত অতৃপ্ত ভাবে ভাসাইয়া চিত।

অভাগিনী ভবিষ্যৎ ভাবেনি কখন,
বিষাদ সাগর তীরে,—
দুঃখের লহরী ধীরে—

গলিয়া শোকের অশ্রু নয়নে তাহার—
বহে নাই উথলিয়া হৃদি পারাবার।

জীবন সর্ব্বস্ব প্রিয় সখার বদন,
অনন্ত স্নেহের সহ—
হেরি বালা অহরহ—
মুগ্ধভাবে সেই ছবি হৃদয় মাঝারে,
রাখিয়া প্রেমের স্বর্গে আছিল সংসারে।

ভবিষ্যৎ অন্ধকার মানব নয়নে,
আজি যেই সুখে তুমি—
স্বর্গভাব মর্ত্ত্যভূমি,
কালি সেই সুখতব চিরদিন তরে—
যাইবে ভাসিয়া, চিহ্ন রহিবে অন্তরে।

হাহাকার অশ্রুমাত্র ভবের সম্বল,
শেষ জীবনের দিনে
সে-সকল প্রাণে প্রাণে,—
রহিবে, বিদায় যবে লইবে সংসারে,
ডুবিবে জীবন তরী অন্তিম সাগরে।

ভগন হৃদয়ে বালা নির্জ্জন কুটীরে,
একাকিনী অন্ধকারে—
ভাসিয়া লোচন-নীরে—

বহিতে লাগিল ক্লান্ত জীবনের ভার
বিরহ যাতনা হায় সহি অনিবার।

অনশনে, অনিদ্রায়, কাতর পরাণী,
বদনে নাহিক ভাষ
জীবনে নাহিক আশ,
দিন দিন ক্ষীণ তনু চিন্তার দংশনে,
এক চিন্তা— অভাগীর জীবন মরণে।

সে কাল নিশায়, যবে অরুণ তাহায়—
পরিহরি দুঃখনীরে—
গিয়াছেন দেশান্তরে,
সে দিন হইতে ধরা অনন্ত আঁধার—
হইয়াছে, অভাগীর কিছু নাহি আর।

শূন্য কুটীরেতে বালা একাকী নীরবে,—
দিন আসে, দিন যায়,
কেহ নাই ফিরি চায়,
ভাবিয়া অরুণ মুখ দিবস যামিনী—
কেবল জীবিতমাত্র আছে অভাগিনী।

অরুণ স্বদেশ ছাড়ি গিয়াছেন যবে,
সে দিন হইতে আর,
নাহি কোন তত্ত্ব তার,

সুদূর প্রবাসে কোথা কিরূপ জীবনে,
ভ্রমিছেন দিবা, নিশি, পর্ব্বত কাননে।

এমন বান্ধব কেবা আছে অভাগীর,
অরুণের তত্ত্ব দিয়া—
জুড়াবে ব্যথিত হিয়া,
শুনিয়া সে বার্ত্তা বালা মুছিবে নয়ন,
মুহূর্ত্ত দেখিয়া হায়! আশার স্বপন।

সময় স্রোতের ন্যায় যাইতে লাগিল,
দিবসেতে প্রভাকর—
তেমতি প্রখর কর—
বিতরি, সায়াহ্নে পশে অস্তাচল শিরে,
অভাগীর দুঃখে কভু নাহি চায় ফিরে।

পূর্ণিমার শশধর তেমনি সোহাগে,
সুদূর গগন ভালে,
উঠিয়া নিশীথ কালে,
তরল কৌমুদী হাসি করি বরিষণ—
হাসায় অনন্ত বিশ্ব, মধুর দর্শন।

অতুল সৌন্দর্য্য মাখা বদন খুলিয়া—
প্রকৃতি তেমনি করে—
হাসে নিত্য প্রাণ ভরে,

আপন আপন লয়ে বিমুগ্ধ সংসার,
অসুখের অশ্রুবিন্দু কে মুছাবে কার ?

দুঃখীর বান্ধব মৃত্যু, ডাকিলে তাহায়,
　　ধীরে আসি পরশিয়া—
　　সব দুঃখ জুড়াইয়া
লয়ে যায় নিজ দেশে, সে রাজ্যে কখন—
বিষাদের অশ্রুনীর হয় না পতন।

অভাগীর জীবনের দুঃখের দিবস
　　গণিত হয়েছে হায়,
　　অবিলম্বে মৃত্যু তায়
পরশিয়া শীতলিবে যাতনা অপার,
দীর্ঘশ্বাস, নেত্রবারি রহিবে না আর।

অন্তিম শয়নে ক্লান্ত জীবন ঢালিয়া—
　　পথ চাহি অভাগিনী—
　　আছে দিবস যামিনী,
শেষ জীবনের দিনে অরুণ বদন,
হেরিলে সকল দুঃখ ভুলিবে তখন।

আনন্দে মৃত্যুর কর আশ্রয় করিয়া—
　　অরুণের মুখ চেয়ে—
　　সব শোক পাসরিয়ে—

বিদায় লইবে বালা চিরদিন তরে,
স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, পূর্ণিত অন্তরে

জনরব সমীরণ আনিল একদা,
অভাগী শ্রবণ ভরে—
শুনিল, অরুণ ঘরে
আসিবে প্রবাস হতে, এ বার্ত্তা শ্রবণে
বারেক সৃজিল আশা মোহের স্বপনে।

সমীরে আসিল বার্ত্তা, সমীর সহিত—
মিশাইল, অভাগীর—
শুকাল না অশ্রুনীর,
ভগন হৃদয় আরো ব্যথিত হইল,
মৃত্যুকালে ছায়ামাত্র জীবিত রহিল।

জনরবে যেই বার্ত্তা অভাগী অন্তরে—
একটী আশার আলো—
ক্ষীণভাবে জ্বালাইল,
নিবিয়া নিবিয়া তার মৃদুল কিরণ—
দেখাতে লাগিল নিত্য আশার স্বপন।

একটী সুদূর শব্দ পশিলে শ্রবণে—
চমকি কাতর আঁখি—
ক্লান্তভাবে স্থির রাখি,

ভাবে বালা আসিতেছে অরুণ তাহার,
আশার তরঙ্গে কাঁপে চিত্ত-পারাবার।

কুটীরের চারিধারে তরুলতাগণ,
সমীর পরশে যবে—
কাঁপিয়া সঙ্গীত রবে—
প্রতিধ্বনি সহ সেই মৃদুল কম্পন
সজোরে অভাগী-প্রাণে প্রবেশে যখন—

অরুণের পদধ্বনি ভাবি মনে মনে—
কাতর নয়ন খুলি,
অরুণ আসিল বলি,
চাহি শূন্যঘর যেই করে দরশন,
অভাগী মোহের ঘোরে হয় অচেতন।

এইরূপে দিন, মাস, হইল বিগত,—
অন্তিম শয্যার সনে
মিশায়ে নিরাশ মনে—
ছায়াময়ী শেষ দিন গণিয়া গণিয়া,
মৃদুল নিশ্বাসে সুধু রহিল বাঁচিয়া।

এক দিন নিশাশেষে অন্তিম জীবনে
অভাগী স্বপন ঘোরে
দেখিল, অরুণ ঘরে

আসিয়াছে, স্নেহভরে ললাট তাহার
চুম্বিছে লোচন নীরে ভাসি বার বার।

কাঁপিয়া জাগিল বালা, ভাঙ্গিল স্বপন,
দেখিল প্রভাতকর—
উজিল আঁধার ঘর—
মুক্তবাতায়ন দিয়া নীরব ভাষায়—
কহিছে,—"অরুণ ওই, সম্ভাষ তাহায়।"

শয্যা পাশে অরুণের মূরতি-মোহন,
তরুণ ভানুর করে—
দীপিছে মাধুরী ধরে,
চাহিয়া, স্বপন ভাবি—নয়ন কাতরে—
মুদিল অভাগী, ভাসি শোক অশ্রুনীরে।

আশা মায়াবিনী কণ্ঠে কত শতবার—
হইয়াছে প্রতারিত,
নিরাশ, ব্যথিত চিত,
আজি এ স্বপন কেন প্রত্যয় করিবে?
অভাগী ভগন চিতে কতবা সহিবে।

নহে স্বপ্ন, একবার নয়ন মেলিয়া—
দেখলো পরাণ ভরে,
অরুণ এসেছে ঘরে,

সুদূর প্রবাস ক্লান্ত বদন তাহার—
হৃদয়ে লইয়া, প্রাণ শীতল তোমার।

কেন মোহ অভাগীর চেতনা হরিলে ?
　　দয়া করি একবার—
　　দেও রে চেতনা তার,
দীর্ঘ বিরহের পর অরুণে হেরিয়া,
অনন্ত যাতনা আজ যাক্‌রে ভুলিয়া।

অরুণ চঞ্চল প্রাণে. ক্ষণেক নীরবে,
　　নিরখিয়া অভাগীরে,
　　চুম্বিয়া ললাট ধীরে,
বিশুষ্ক নলিনী ফুল হৃদয়ে লইয়া—
চেতন করিল স্নেহ অশ্রু বরষিয়া।

মোহ ভঙ্গে অভাগিনী জীবন সখায়—
　　নিরখি, অতৃপ্ত আঁখি—
　　মুগ্ধভাবে স্থির রাখি,—
প্রত্যেক দৃষ্টির সনে নীরব ভাষায়—
চাহিল কাতর প্রাণে অন্তিম বিদায়।

জীবনের যবনিকা হইল পতন,
　　শীতল মৃত্যুর ছায়া—
　　বিরহ পীড়িত কায়া—

পরশিয়া সব দুঃখ লইল হরিয়া,
ত্যজিল জীবন বালা অরুণে হেরিয়া।

হায়—

সুদীর্ঘ বিরহক্লান্ত, নিরাশ জীবন,
আজি এ আনন্দ আর,
সহিল না প্রাণে তার,
অবিচল ভালবাসা রহিল অন্তরে,
অভাগী মুদিল আঁখি চিরদিন তরে।

প্রণয়ে সমাধিকাল হইল অকালে,
শোকে, দুঃখে, অবিরত—
নিরাশ জীবন কত—
যাতনা সাগর-নীরে ভাসিয়া ভাসিয়া—
নীরবে চলিয়া যায় সংসার ছাড়িয়া।

অজানিত জীবনের দুঃখের কাহিনী,
হৃদয়, হৃদয় সনে—
মিশাইয়া এক মনে—
কে শুনিবে? শুষ্ক নহে কাহার নয়ন,
বিষাদের ছায়াময় সংসার ভবন।

অভাগীর মৃত্যুপরে একটী হৃদয়—
জুড়াল না কভু আর,
স্মৃতিনেত্রে অনিবার—

দেখিতে লাগিল সেই বিশুষ্ক নলিনী,
শূন্যচিতে, ক্লান্তপ্রাণে, দিবস রজনী।

জীবন কাহিনী।

প্রভাত বিহগ স্বরে—
শূন্য শয্যা পরিহরে—
চঞ্চল সমীর সনে উদাস অন্তরে
ভ্রমি বন, উপবন,
জুড়াতে জীবন মন,
হেরিয়া প্রকৃতি শোভা মুহূর্ত্তের তরে।

কুসুমে শোভিত চিত—
বনভূমি, হরষিত—
ললিত লতিকা দোলে তরুর গলায়,
গুণ গুণ সুধা স্বরে—
মধুকর প্রীতিভরে—
প্রত্যেক কুসুম প্রাণে অমিয় মাখায়।

হেরিয়া আনন্দ পাই—
ছুটিয়া নিকটে যাই,
চুম্বি প্রতিফুল দল সোহাগের ভরে,

শ্যাম দুর্ব্বাদলে দলে—
শিশির মুকুতা ফলে,
বিমল শোভার চিত্ত বিমোহিত করে।

নিশার নীহার দিয়া
রবিকর মিশাইয়া
রচি ইন্দ্র ধনু-হার, পরাই যতনে—
কোমল কুসুম গলে,
হৃদয়ের কুতূহলে,
সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বাস হেরি অতৃপ্ত নয়নে।

হসিত অরুণ করে
মৃদুল সমীর ভরে
হাসে ফুল্ল কমলিনী সলিল-শয্যায়,
সরসীর তীরে তীরে,
নিরজনে ধীরে ধীরে,
ভ্রমি, সেই শোভা চিতে মিশাইয়া যায়।

তুলিয়া কমল আঁখি
নলিনী আমায় দেখি
সোহাগে দোলায়ে শির সম্ভাষণ করে,
যেন প্রতি সম্ভাষণে
সজীব আনন্দ প্রাণে
উথলে, সকল ভুলি মুহূর্ত্তের তরে।

ক্রমে দিবাকর কর
হইলে প্রখর তর
প্রভাতের মধুরতা থাকে না ধরায়,
প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন যবে
গাম্ভীর্য্যের শোভা ভবে,
ক্লান্তিময় গীত যেন সমীরণ গায়।

তখন,—

জুড়াতে হৃদয় ভার
ছাড়ি যাই এ সংসার,
নিরঞ্জন স্রোতস্বতী সৈকতে বসিয়া—
বিষাদ কল্লোল গীত
ভাসাইয়া ভগ্ন চিত
শুনি, উদাসীন প্রাণ উঠে উথলিয়া।

প্রত্যেক লহরী তার—
মিশাইয়া অশ্রুধার—
গণিয়া, জীবন-কাব্য অধ্যয়ন করি,
প্রতি সর্গ জীবনের
অশ্রুচিহ্ন বিষাদের
নিরাশ আঁধার নিত্য রহিয়াছে ভরি।

স্রোতস্বিনী তীরে তীরে—
ক্লান্ত বায়ু ধীরে ধীরে

যবে দিবা অবসান গাইবারে যায়,
নীলিমায় তুলি আঁখি
সায়াহ্ন তপন দেখি
শীতল সলিলে পশে বিরাম আশায়।

সান্ধ্য গগনের তলে
ভাসি ভাসি কুতূহলে
সঙ্গীত লহরী তুলি বিহগ তখন
আপন কুলায় যায়,
প্রাণের মিলনে গায়,
চুম্বি প্রিয়া বিহগীরে আনন্দিত মন।

আমি,—

স্রোতস্বতী তট ছাড়ি—
অন্য মনে ধীরি ধীরি
আবার সংসারে আসি, কুটীরে আপন,
কুটীরের চারিধারে
বর্ন ফুল সারে সারে
আমায় হেরিয়া হাসি করে সম্ভাষণ।

দীর্ঘ দিবা অদর্শনে
শূন্য গৃহ ব্যগ্র মনে
আদরে আমায় ক্রোড়ে করিয়া ধারণ,-

যেন কত শান্তি পায়—
বিষাদ ভুলিয়া যায়,
নীরব ভাষায় তোমে আমার জীবন।

যামিনীর আগমনে
শ্রান্ত বসুমতী প্রাণে
তরল রজত হাসি রজনী রঞ্জন—
নীরবে মিশায়ে হাসে,
শোভার তরঙ্গে ভাসে,
বিশ্ব যেন সৌন্দর্য্যের অনন্ত স্বপন।

নীরব নিশীথে,

ব্যথিত হৃদয় ভার
জুড়াইতে বার বার
মুক্ত বাতায়ন পথে সচন্দ্র গগন—
নিরখিয়া, স্বপ্ন মত—
শৈশবের কথা যত—
জাগে চিতে, মুহূর্ত্তেক শীতলিয়া মন।

চন্দ্রকর রাশি রাশি
হৃদয় আঁধার নাশি
জীবনের সুখচিত্র নয়নে আমার

আনি দেয়, প্রীতিভরে
হেরি সেই স্নিগ্ধ করে
বিগত দিনের ছবি, সে সুখ আবার।

আজি যেন শোক ভরে
সদা এই নেত্র ঝরে,
শৈশব জীবন মম ছিল না এমন,
হাস্যের বিমল ভাতি
ছিল তাহে দিবা রাতি,
আশার প্রতিভা লোক মধুর কেমন।

সেদিনের স্মৃতিমম
শান্তির আলোক সম
রয়েছে মিশায়ে এই হৃদয় শোণিতে,
কভু যদি হাসি রেখা
দেয় এজীবনে দেখা
সে সব দিনের কথা উথলিয়া চিতে।

মুক্ত বাতায়নে বসি
হেরিয়া সুন্দর শশী
ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা নয়নে আমার
আসে যবে, ভুলি সব
সুখ, দুঃখময় ভব,
স্মৃতির তরঙ্গ চিতে নাহি বহে আর।

নিশীথ নিদ্রার ঘোরে
দেখি নিত্য স্বপ্ন ভোরে
হাসি বিনির্ম্মিত দুই শিশুর বদন,
স্বর্গরাজ্য পরিহরি
মধুর মুরতি ধরি
স্বপনে আমার পাশে আসে দুইজন।

তাদের বদন হেরি
পবিত্র স্বরগ স্মরি
ব্যাকুল হৃদয়ে চাহি ধরিতে দোঁহায়,
বিমল স্বর্গীয় করে
শিশু অঙ্গ শোভা করে
সে কিরণ পরশিতে নাহি পারি হায়।

করে কর মিলাইয়া
দোঁহে দূরে দাঁড়াইয়া
যাইতে তাদের রাজ্যে বলে বার বার,
চির শান্তিময় দেশ
নাহি তথা দুঃখ লেশ,
বিষাদ নয়ন নীরে বহেনাক আর।

ললিত মধুর তান,
নিশীথে বিজনে গান,
শুনিয়া পথিক চিত্ত আশার কিরণে

বারেক উজ্জ্বল হয়,
দূরে যায় চিন্তাভয়,
জাগে কত সুখস্বপ্ন অভাগার মনে।

তেমতি তাদের স্বরে
আশার তরঙ্গ ভরে
হিল্লোলে হিল্লোলে খেলে হৃদয় আমার,
ভাবি স্বর্গ, সুখ শত
জীবন্ত চিত্রের মত
লোচন সমীপে যেন দেখি বার বার।

হায়রে—

সহসা অদৃশ্য হয়,
স্বর্গীয় সে শিশুদ্বয়,
সুখের স্বপন মম ভাঙ্গে রে যখন,
হাহাকার অশ্রুনীরে
রাখি যায় অভাগারে,
রোগে, শোকে, নেত্রবারি করিতে মোচন

হৃদয় আঁধার করি
ধরাতল পরিহরি
বহুদিন স্বর্গরাজ্যে করেছে গমন
সোদর সোদরা মম,
শান্তির আশীষ সম
নিশীথ স্বপনে দোঁহে করি দরশন।

জীবন কাহিনী আর
বলিয়া দুঃখের ভার
বাড়াব না, যবনিকা পড়িল এখানে,
অন্তিমে অবার শুন
তোমারে কহিব পুনঃ,
দেও প্রভু আশীর্ব্বাদ অভাগার প্রাণে।

॥ সমাপ্ত ॥